পার্বণী

শারদীয়া স্মরণিকা ১৪২৯

2022

Tero Parbon

The Probashi Bengali Community of Belgium

সম্পাদকীয়ঃ

প্রিয় বন্ধুরা,

তেরো পার্বণের ই - স্যুভনির "পার্বণী"র প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল আসন্ন। শুরুতেই বলে রাখি পার্বণী'র জন্মকথা। দুর্গাপুজোর সঙ্গে পত্রিকা যেন এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।আর বাঙালির সেই স্বকীয়তা বজায় রেখেই এই পার্বণী'র উপস্থাপনা। ২০২১ সালে অতিমারীর দুর্দিনে কয়েকজন সমমনস্ক মানুষ মিলে ঠিক হয়েছিল দুর্গাপুজো করবো। পাশে পেয়েছিলাম আপনাদের সকলকে। আয়োজন ছোট হলেও পুজোকে কেন্দ্র করে সকলের আন্তরিকতা আমাদের মুগ্ধ করেছিল।সেই উৎসাহে ভর করেই এবারের ব্যবস্থা ছিল অনেকটা বিশালাকারে।বিগত ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে আমরা সদ্য সমাপ্ত দুর্গাপুজোকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পেরেছি।তবে এই কৃতিত্ব কখনোই কারো একার নয়, এর জন্য আছে আমার ও আপনার সকলের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা। বিদেশের মাটিতে বসে একটি পুজো পরিকল্পনা এবং তাকে বাস্তবায়িত করে তোলার জন্য বিভিন্ন পথ অতিক্রম করতে হয়েছে আমাদের। এবং বলা বাহুল্য সে পথ কখনোই মসৃণ ছিল না। তবু আমরা পিছুপা হইনি কারণ সঙ্গে ছিলেন আপনারা। আপনারা সকলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরকমভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সকলের প্রিয় তেরো পার্বণের দিকে।আমরা বিশ্বাস করি বিন্দুতেই হয় সিন্ধু দর্শন। আর আমাদের সেই সিন্ধু দর্শনের যাত্রাপথের অভিজ্ঞতাই থাকবে এই ই-স্যুভিনর পার্বণী'তে। সঙ্গে অবশ্যই থাকবে আমাদের তেরো পার্বণ পরিবারের সদস্যদের নিজস্ব কিছু ভাবনার প্রতিফলন, কখনো তা গল্পে আবার কখনো বা ছন্দে অথবা ছবিতে।

তেরো পার্বণে'র বয়স মাত্র দু'বছর।দুর্গা পুজোর মতো একটি বিশাল কর্মযজ্ঞের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই কিছু ছোটোখাটো ভুল-ভ্রান্তি থেকে যায়, কখনো তা কর্মযজ্ঞ চলাকালীনই চোখে পড়ে, আবার কখনোবা তা দর্শকের চোখে ধরা পড়ে।আশা করি সেইসব ভুল ত্রুটি আপনারা নিজগুণে ক্ষমা করে দেবেন।

"পার্বণী" পত্রিকা আমাদের তেরো পার্বণ পরিবারের নবতম সংযোজন। একান্ত অনুরোধ আমাদের পরিবারের এই নবতম সংযোজনকে পৌঁছে দিন আপনার পরিচিত নিকটজনের কাছে। আপনাদের শুভেচ্ছা ভালোবাসা ও আশীর্বাদ আমাদের আগামী জীবনের পাথেয়।

সুস্থ থাকুন, আনন্দে থাকুন।

ধন্যবাদান্তে,

টিম তেরো পার্বণ - প্রবাসী বেঙ্গলি কমিউনিটি অফ বেলজিয়াম

কৃতজ্ঞতা - স্বীকারোক্তি

প্রতিটি উদ্যোগের নেপথ্যে কিছু মানুষের ভূমিকা অনস্বীকার্য।তেরো পার্বণে'র দুর্গাপুজোও তার ব্যতিক্রম নয়।কিছু মানুষ যারা এগিয়ে এসে পারস্পরিক হাত না ধরলে পুজোর অনেকটাই অসম্পূর্ণ থেকে যেত, তেরো পার্বণ পরিবারের পক্ষ থেকে তাদের জানাই অসংখ্য কৃতজ্ঞতা।এই তালিকা বড়ই দীর্ঘ, স্বল্প পরিসরে এবং পরিচয়ে অনেক নাম অজানা থেকে যাওয়ায় এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মযজ্ঞে প্রত্যেকটি মানুষের নাম উল্লেখ করা সম্ভব হল না, কিন্তু তাঁরা রয়ে গেলেন চির দিনের জন্য আমাদের হৃদয়ে।

Behind every successful endeavor, the roles and contributions of some people are not to be missed. Fortunately, for Tero Parbon the list is long. And even if it may be almost impossible to mention every well-wisher in this otherwise limited canvas, we take this opportunity to thank each and every individual who stood beside Tero Parbon.

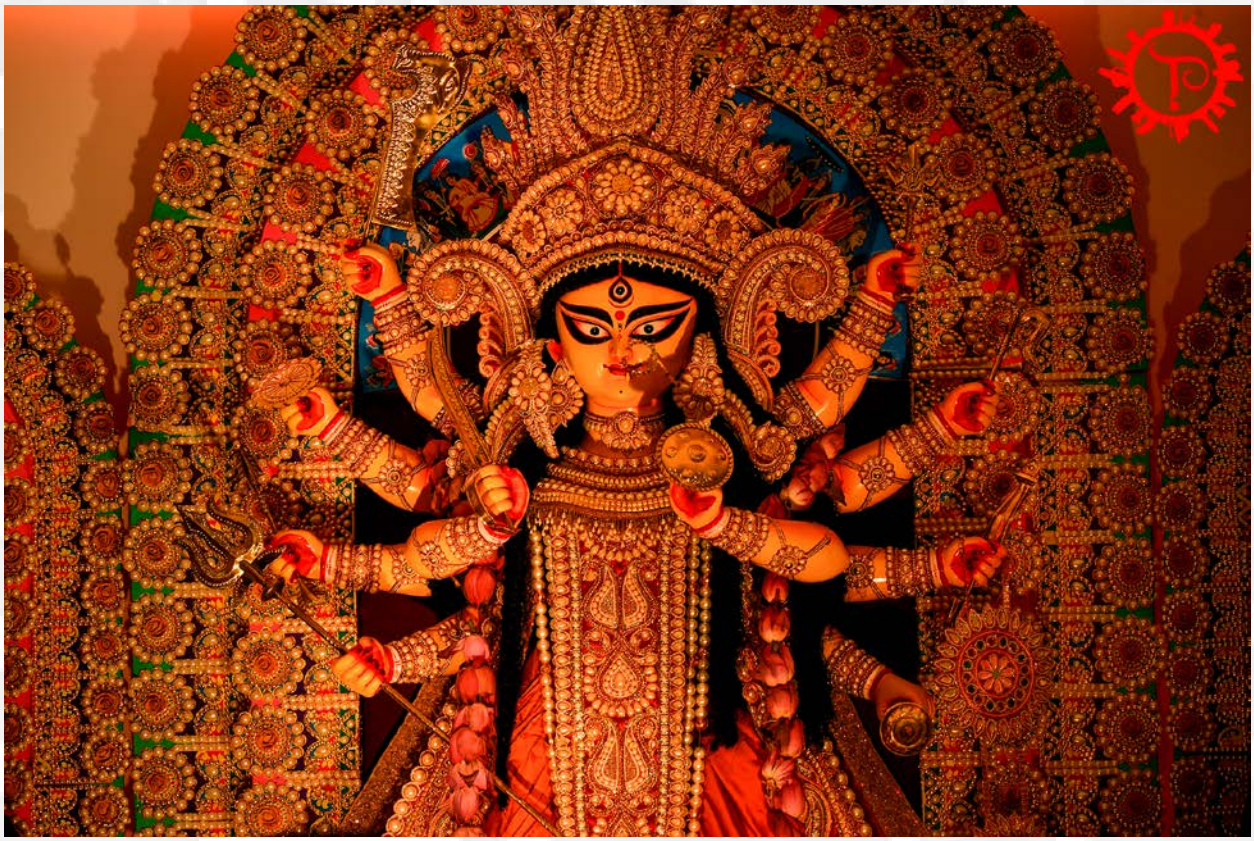

Tero Parbon
The Probashi Bengali Community of Belgium

তেরো পার্বণের ইতিকথা

ইন্দ্রনীল দাস রায়

তেরো পার্বণ - নামটা আজ আমাদের অনেকের জীবনের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে পড়েছে।হয়ে উঠেছে রোজকার জীবনের অঙ্গ। আমরা যারা এই সংস্থার জন্মলগ্নের আগে থেকে এর বীজ বপন করেছিলাম বা চারাগাছটিতে প্রথম জল দেওয়া শুরু করেছিলাম তারাই শুধু নই, যারা এই চারাগাছকে বড় করে তুলতে বা তাতে ফুল- ফল ফোটাতে সাহায্য করেছে তাদের সবার জীবনেই তেরো পার্বণ আজ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আমাদের, আপনাদের, সবার আদরের এই সংস্থার সাফল্যে আপনাদের নিঃশর্ত অংশগ্রহণের জন্য আমারা সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

এবার আসি এই সংস্থার জন্মকালের কিছু ইতিকথা নিয়ে; হয়তো অনেকেরই জানতে ইচ্ছে করবে সেই গল্প।আমরা বাঙালী হিসেবে পৃথিবীর যেখানেই থাকি না কেনো দুর্গাপুজো আমাদের মনকে কিন্তু আবেগতাড়িত করেই তোলে।সেই দুর্গাপুজোর সূত্রেই তেরো পার্বণ এর জন্ম।

আমরা অনেকেই ব্রাসেলসের কিছু দুর্গাপুজোর সূত্রেই পূর্বপরিচিত ছিলাম, শুধু পরিচিতিই নয়, দেশ থেকে দূরে থেকে আমাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তাই ২০২০ তে যখন অতিমারির কারণে সেই প্রচলিত দুর্গাপুজোয় অংশগ্রহণ সম্ভব ছিল না তখন পুজোর দিনগুলোতে আমারা নিজেরাই এক অনাড়ম্বর ঘরোয়া আয়োজনে পুজোর দিনগুলো কাটিয়েছিলাম, আর তখনই মনে জেগেছিল এক সুপ্ত বাসনা যেন ২০২১ এ আমরা পুজোর দিনগুলো অনেক বেশী আনন্দে কাটাতে পারি।বাঙ্গালীর কাছে দুর্গা পুজো যত না ধর্মাচরণ তার থেকেও বেশী আনন্দনুষ্ঠান।

২০২১ এ যখন আমরা জুলাই আগস্ট মাসে পুজোর দিনগুলো কিভাবে কাটানো যায় সেই আলোচনায় ব্যস্ত, তখন প্রথমে মনে হয়েছিল আমরা পূর্বপরিচিত সমমনস্ক কিছু পরিবার মিলে একত্রিত হয়ে যদি আনন্দ করতে পারি আর পরিচিত কিছু বন্ধুরাও যদি এই দিনগুলোতে আমাদের সাথে থাকে তাহলে আড্ডা, গল্প, খাওয়াদাওয়া সব মিলিয়ে পুজো হবে একদম জমজমাট।হাতে সময় কম, কিন্তু উৎসাহে খামতি নেই, তাই শুরু হলো পরিকল্পনা।দুর্গাপুজো বাঙ্গালীর কাছে এক অন্য আবেগ, অন্য অনুভূতি , অনাবিল আনন্দ; আর কথায় বলে আনন্দ যতই ভাগ করে নেওয়া যায় ততই বাড়ে, আর তাই ঝুঁকি নিয়েই আমরা ঠিক করলাম পুজো হবে সবার সাথে, শুধু তাই নয় একেবারে নিজেদের মতন করে যেমনটা হয় কলকাতায়।আর ছেলেমেয়েরা যদি চায় তাহলে মা কি মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে!!! তাই আস্তে আস্তে উপায় বেরোতে থাকলো আর আমরাও এগোতে

থাকলাম।মায়ের ছোট প্রতিমা রওনা দিলো কলকাতা থেকে, ব্রাসেলস এও পেয়ে গেলাম এক মনের মতন বাড়ী, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আবার বাধ সাধলো অতিমারি।

ফলতই এসে পড়ল নানা নতুন নিয়ম, কিন্তু আমরাও তো বাঙালী, তাই তার মাঝেই আমরা খুঁজে নিলাম আমাদের পথ যাতে কেউ বঞ্চিত না হই এই আনন্দযজ্ঞে সামিল হওয়ার সুযোগ থেকে।

২০২১ এ আমাদের আয়োজনে ঘিরে আমরা এতটাই ভালোবাসা পেয়েছিলাম যা আমাদের সাহস যুগিয়েছে আগামীদিনে আরও অনেক আনন্দনুষ্ঠান সংগঠিত করার।

আমাদের মূল মন্ত্রই হয়ে উঠেছে বাঙ্গালীর কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে নানা আনন্দনুষ্ঠানের মাধ্যমে বেলজিয়াম, ইউরোপ তথা বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা, এই সূত্র ধরেই ২০২২ এর মার্চ মাসে প্রতিষ্ঠা হয়েছে তেরো পার্বণ - এ.এস.বি.এল। এর মাঝে গুটি গুটি পায়ে আয়োজন করে ফেলেছি বিজয়া সম্মিলনী, দোলযাত্রা, বাঙ্গালীর বর্ষবরণ এবং আরও কিছু আনন্দানুষ্ঠান। এর সাথেই পেয়েছি আপনাদের অফুরন্ত আন্তরিক ভালোবাসা, যা আমাদেরকে এক বৃহৎ পরিবার করে তুলেছে, এই সাফল্যই আমাদের সাহস জুগিয়েছে।

তাই এবছর আমরা কলকাতার কুমারটুলি থেকে আনতে পেরেছি মায়ের বড় প্রতিমা। এই বিপুল কর্মযজ্ঞে অর্থ এবং সামর্থের জন্য আমরা সকলের অভাবনীয় সাহায্য পেয়েছি যা আমাদের অভিভূত করেছে। এই বিপুল কর্মযজ্ঞে আগামী দিনেও এগিয়ে যাওয়া একমাত্র সম্ভব যদি আপনাদের সবার উৎসাহ, সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণ অটুট থাকে। আপনাদের ভালবাসা আর শুভকামনাই আমাদের চলার পথের পাথেয়।

Summer Trip to North-West Spain

Subhayan Chakraborty
Age- 13years
Class- 8, Athnee Royal Auderghem

I was excited when my parents started planning a trip to North-West Spain this summer. Our trip to Spain has been a total blast!

We started our journey from Brussels South Charleroi Airport on 16th July 2022. The Ryanair plane took exactly 1h 50 minutes to reach Vitoria Airport. From there in 30 minutes time, we reached Vitoria-Gastiez train station. Our train was Alvia bullet train that took us to the town named A Coruna. We went directly to our Airbnb to rest for the night.

The next day, we took a ferry to reach Cies Island through the town of Vigo-Urzaiz. Cies is a part of an archipelago in the Atlantic Ocean. Though Spain is well known for high temperature during summer, but we experienced a very comfortable and cool weather in this part of the country. The island had a very beautiful beach, but the water was very cold!! We spotted a Green Ocellated Lizard during our hike to the light house of this island.

The third day of this trip was dedicated to local tour of the Galician town A Coruna. First, we went to the Torre de Hercules, it is a humongous light house; fun fact: this light house tower is 13 meters taller than the statue of liberty. Then we visited the flower garden (Jardin of Nunez) followed by Place of Maria Pita. We enjoyed variety of Spanish Tapas and desserts.

The second part of our trip started with our journey to the Cantabrian town Ribadeo through Ferrol. We took Feve train to reach Ribadeo, the train had a single coach with customizable seats. On our first day in Ribadeo, we went to the Praia des Catedrales: the Cathedral Beach. This beach is UNESCO world heritage where you can find giant rock caves, pillars and gates, all carved by the nature; fun fact: this is the cleanest beach you'll ever see in the world! On our

second day in Ribadeo, we explored the town. We walked 4km to pay a visit to the beautiful light house of Ribadeo.

The last part of our trip was spent in Bilbao. We went there from Oviedo, a city 3 hours from Ribadeo in bus. It took 8 hours of travel from Oviedo to get to Bilbao finally. On day 1in Bilbao, we went to Santander, from where we travelled to a small town. Finally, we walked 30 minutes from the bus stop to reach the caves. The Paleolithic caves of El Castillo and Las Monedas had Palaeolithic drawings showing figures of bison, reindeer, horse, and several hand stencils from 40 thousand years ago! The caves were dark and cold.

The second day in Bilbao, we went to see the Guggenheim Museum; we saw a giant flower puppy, then a metallic spider. All were so nicely made! The next day we returned to Brussels taking an early morning flight from Vitoria airport.

Well, one thing for sure, I would never forget this trip to Spain!

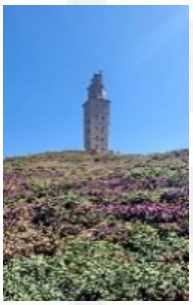

ইছামতীতে প্রতিমা নিরঞ্জন ও মৈত্রীবন্ধন

প্রিয়াঙ্কা রায় ব্যানার্জ্জী

শরতের হালকা হিমের হাওয়ায় নৌকার ওপর তিরতির করে কাঁপছে দু' টুকরো রঙীন কাপড়।একটি তেরঙা আরেকটি লাল-সবুজ।সন্ধ্যের আবছায়ায়, হ্যাজাকের আলোয় আর নৌকার অল্প দুলুনিতে আরেকটু দ্রব আর চকচকে দেখায় গর্জনতেল মাখানো মায়ের মুখ।নিরঞ্জনের মুহূর্তে, চারিদিকের হইহল্লার মধ্যে, প্রতিমা যখন জলে পড়ে যায়, কোন স্বরটি কোন দেশের তা একেবারেই আলাদা করা যায় না।বিষাদের সুর দু'দিকেই এক, তার আবার দেশভাগ কীসের! ইছামতী নদীর ওপর এই প্রতিমা বিসর্জন, যা এখন 'পুজো পর্যটন'-এ পরিণত হয়েছে, তা চাক্ষুষ করার সৌভাগ্য আমার একাধিকবার হয়েছে (বিনামূল্যে)।যারা আমার মত ভূগোলে গোল, তাদের জানাই যে ইছামতী নদীর এক প্রান্তে ভারতের বসিরহাট সাব-ডিভিশান, অন্য প্রান্তে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা সাব-ডিভিশান। ফলে সীমানারেখা বয়ে গেছে নদীর চর দিয়ে, কিন্তু তা একেবারে স্পষ্ট টাকী শহরে, বসিরহাট টাউনে নয়। এখন যেখানে বিশাল 'ইছামতী ব্রিজ' হয়েছে, তার একদিকে বসিরহাট এবং অন্যদিকে সংগ্রামপুর (ভারতেই)।নদী পেরিয়ে মিনিট কুড়ি ডানদিক নিলে তবেই আসে দুই দেশের সীমানা।

নব্বইয়ের দশকে কিশোরীবেলা হওয়ার দরুণ, আমার কাছে দুর্গাপুজো মানেই ছিল একদিন আমাদের মফস্বলের পুজো ঘুরে দেখা, দুদিন কলকাতা গিয়ে উত্তর ও দক্ষিণে ঘোরা এবং নবমী-দশমী থেকে লক্ষীপুজো অব্দি বসিরহাটে কাটানো। 'দেশের বাড়ি' বললে ভুল বলা হবে, কেননা তাহলে আবার ওপারে চলে যেতে হয়।তাই আমরা বলতাম 'আদি বাড়ি' বসিরহাটে, আমি বলতাম 'ঠাকুমার বাড়ি'। প্রথমে মফস্বলে, পরে কলকাতায় থেকেছি, তখন এমনও বলেছি যে আমাদের 'পুরনো বাড়ি' বসিরহাটে।তা সে বাড়ি/বাসা/ভিটে যাই হোক না কেন, জায়গাটার সঙ্গে কিঞ্চিৎ নাড়ীর টান আছে।

প্রত্যেক দশমী সকাল থেকে বসিরহাটের পাড়ার প্রতিমা বিসর্জনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যেত।দুপুরে মাছ-ভাত খেয়ে প্যান্ডেলে গিয়ে ঠাকুর বরণ ও সিঁদুর খেলার পর বাড়ি ফিরেই আবার বেরোনো।বেশ কয়েক বছর এমনও হয়েছে যে আমার কাকু দুপুর থেকে গিয়ে নদীর ধারে ভাল জায়গা রেখেছে বাড়ির সবার জন্যে।বাবা-কাকারা তাদের তরুণ বয়েসে ব্যায়ামপীঠ পুজো সমিতির নৌকায় প্রতিমার সঙ্গে বিচরণ করলেও আমার বা পিসতুতো ভাইবোনেদের সেই অনুমতি মেলেনি কখনই।ইছামতী যথেষ্ট গভীর এবং প্রতি বছরই কোনো না কোনো নৌকা দুর্ঘটনাগ্রস্ত হত, কাজেই আমাদের আর চড়া হয়নি।প্রতি বছর একই উত্তেজনা নিয়ে আমরা বিকেলের আগেই নদীর ধারে গিয়ে হাজিরা দিতাম। এক এক করে নৌকা ঠাকুরসহ জলে নেমে দু'তিন পাক ঘুরে আসত দর্শকদের জন্যে।আমরা প্রায় একদৃষ্টে চেয়ে থাকতাম যে কখন নিজেদের ক্লাবের নৌকা দেখা যাবে আর দেখা গেলেও দুর থেকে চিনতে পারব কিনা।গোধূলির গোলাপী আভায় জলের ওপর সারি সারি রঙীন প্রতিমা, ঢাকের বাদ্যি,

হাওয়ায় ধুপ-ধুনো-বাজির গন্ধ ও সমবেত বহু মানুষের কল্লোলে উৎসব কখনো শেষ মনে হত না। আমাদের ক্লাবের প্রতিমা নিরঞ্জন হয়ে গেলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে বাড়ি ফেরার আগে জিলিপি-পাঁপড়ের গন্ধে ম' ম' করা মেলায় এক পাক ঘোরা আবশ্যিক ছিল। মা-পিসিরা খুঁজেপেতে কিনত কাঠের হাতা, স্টীলের ছাঁকনি বা প্লাস্টিকের ক্লিপের মত ভয়ানক জরুরি সব জিনিস।সেসব সেরে বাড়ি ফিরে ঠাকুমাকে বিজয়ার প্রণাম করলেই আশীর্বাদে পেতাম পার্বণী এবং নিমকি, নাড়ু, ঘুগনি, মিহিদানা, ইচার মাথা ও বসিরহাটের বিখ্যাত কাঁচাগোল্লা।

শুনেছি এখন নাকি ট্যুর কম্পানিগুলি মোটা টাকা নিয়ে কলকাতাবাসীদের টাকী নিয়ে গিয়ে এই বিসর্জন দেখায়।দেশ কাল সময় ও পরিস্থিতি - সবই বদলেছে, এখন নদীর ধারের বদলে ব্রিজের ওপর ভীড় হয়, বসিরহাটের চেয়েও টাকীতে বেশি লোক পৌঁছয় দুই দেশের এই মৈত্রীবন্ধনে সাক্ষী হতে।কোনোদিন সুযোগ পেলে অবশ্যই ঘুরে আসবেন এই অভিনব প্রতিমা নিরঞ্জনে।

A Cubist Take

Manjit Banerjee

Let us face it, literally, eyes wide open.

Eyes twitched for a moment, the panorama looked a little daunting; hence, to squeeze it to the eye-span to fit the figures was not too easy either; however, with some effort, a plausible proposition.
Certain elements might look ornamental and inter-connecting planes of religion, faith, veneration, installation art, celebration and culture are clear.

The powerful eyes form a pivotal point of the entire ensemble - three, including the one on the forehead, which serves more of a perception beyond the ordinary sight, the trident with its sharpened ends, instrumental in nudging a step forward to his afterlife, his being the villain's, whose bewildered and frenzy portrayal and the curly haired with toned body, created a startling imagery, along with the pain of the buffalo which forms the bottom of the stage, and the four siblings around with the mere mention of the proposed male creator on the top.

The eyes have stopped hurting as the elements are now becoming more vivid.

Trinity eyes, the frontal plane of the trident, the ruptured villain, a bemoaning buffalo head, the miniature of a swan, the twirled moustache on the peacock's blue, the trunk and the belly, the curious owl with the wealth-pot and the locks of the braid into an elongated bun.
The braid-bun is an impressionist's take on the plane of religion myths and lores that takes the less lofty scale and plane; it does support centuries of stories which had never been written in entirety, however had been passed down for generations as folklore or bedtime lullabies for kids. It is the kid whose dark dreamy eyes are engrossed in the deep fancy of lore, who dreams and when the kid grows up, forgets the dream and tries to find one of its own. Had it reckoned the lore fairly well and carried on the values, his decisions would have been more realistic.

The eyes with the trident takes the center plane, spanning from faith to veneration. It is practically the essence of the ensemble, being in its over simplified form, let's say. Celebration of just this frame should show up in magazine covers or well-lit corners of the advert posters. The elements of the peacock-blue, trunk-belly, owl-pot, white-swan (and in popular days even the braid-bun) do have individual avatars in cultural calendars, hence although they do form as a part of the ensemble for veneration, however they feature from buds to Sequoiadendron as major sub-plots of the monolithic epic literature texts.

Arriving at a juncture of interconnecting planes and imagery and religion and veneration, as centuries progress and though process evolves to understand faith and folklores, reason out assumptions and taking on the Machiavellian task of deciphering cryptic texts, or shall we say Herculean task as 16th century Italy had a political connotation to it (however with the climate of political faith, would leave the word to judgement). Prima facie, deep down we carry the trinity-trident frame culturally as a celebration, overshadowing other frames with our eyes closed.

Did you know? আপনি কি জানতেন?

You probably already know that Durga Puja in Kolkata is a UNESCO Intangible Cultural Heritage of Humanity. Guess what? The beer culture in Belgium is also a UNESCO Intangible Cultural Heritage of Humanity. Three cheers to Durga Puja and Belgian beer!

আপনারা নিশ্চয়ই এতদিনে জেনে গেছেন যে দুর্গাপূজা ইউনেসকো হেরিটেজের স্বীকৃতি পেয়েছে। ঘটনাচক্রে বেলজিয়ামের বিয়ার সংস্কৃতিও ইউনেসকো হেরিটেজ স্বীকৃত। তাহলে জয়জয়কার হয়ে যাক, কি বলেন! দুর্গাপূজা ও বিয়ার সংস্কৃতি দুইয়েরই জয়জয়কার হয়ে যাক, কি বলেন!

পুজোর সনেট

অনির্বাণ ঘোষ

এই শরতে অন্য পুজো ধর্মতলায়,
মুরতি, মিনার পাদদেশে সরস্বতী ।

প্রাপ্যটুকু বুঝে নিতে লড়াই চালায় -
পাশের বাড়ির শান্তছেলে বা লক্ষ্মীটি

বৃষ্টি ভিজে বীজ বুনেছে কেবল যারা
মেধার মাটি কর্ষে গেছে শ্রম না মেপে,

ওদের ধানে বর্গীরাজা বুলবুলিরা
পেট পুড়েছে নিয়ন্ত্রিত শীত-আতপে ।

অনুদানে শিল্পী বিকোয় জলের দরে,
পুরস্কারে মুড়োয় কত কবির নটে,

যারা তবু ধার ধারে না অবান্তরের
তাদের স্লোগান বাদ্যি বাজে এ শরতে ।

হার না মানা স্পর্ধা ওঠে আকাশ ফুঁড়ে,
এই শরতে অন্য পুজো শহর জুড়ে ।

কথায় ছবিতে শারিণী মল্লিক

অপু - দুর্গা এক চিরন্তন ভাই বোনের জুটি।নিশ্চিন্দিপুরের সেই কাশফুলের মধ্যে দিয়ে এদের ছুটতে ছুটতে ট্রেন দেখতে যাওয়ার সেই iconic দৃশ্য যেমন আজও আমাদের আনন্দ দেয়, তেমনি কোথাও কখনো কখনো শিশু মনে একটি ভাবনাও জাগিয়ে তোলে।শিশুমন ভাবে যদি এই কাশফুলের মধ্যে দিয়ে দৌড়তে দৌড়াতে তারা দুগ্গা ঠাকুর দেখতে যেত, নিশ্চিন্দিপুরেও নিশ্চয়ই দুর্গাপুজো হত! এই ভাবনা থেকেই শারিণী এঁকেছে এই ছবিটি।ছবির ঐ ছেলেমেয়ে দুটি আমাদের অপু - দুর্গা আর তাদের গাঁয়ে দুর্গা ঠাকুর আসছে।

The magnificent journey

Rajarshi Bhattacharjee

The autumn sky is dappling with the colors of our yore
Though this air is so new
but it still feels so true
Is it a magic that the eyes are weaving
Or its the beat that we all are conjuring
Ah it's the wait , the wait of glory
Of the revered goddess story

She descends all the way
From her all mighty abode
For the next nine days
In her all mesmerizing ways

She is all powerful, she is the verity
But to all of us
She is nurturing and comforting in
All her totality

The dance has begun
The journey has started
The night jasmines will bloom

As the wait will end
We will dance to its beats
We can now see those magnificent eyes
Sure the magic is woven
And the memories immortalized

The goddess is here
For all of us, in all of us.

প্রথম হেঁয়ালি

প্রবাদের দশে দুই নম্বরি
রঙ্গেতে নেই বিন্দু।
উত্তরে তার পর্বতমালা,
দক্ষিণেতে সিন্ধ।।

Did you know? আপনি কি জানতেন?

There are two more towns named Brussels in USA, but the smallest town with a name Brussels is in Canada. So, in total 3 towns besides the one that is the European and Belgian capital. Isn't it too much?

ব্রাসেলস বলে আমেরিকাতে দু'টো শহর আছে।তবে ব্রাসেলস নামের সবথেকে ছোট শহরটি আছে কানাডাতে।তাহলে ইউরোপ আর বেলজিয়ামের রাজধানী ছাড়াও সাকুল্যে আরও তিনটি ব্রাসেলস আছে। একটু বেশি বেশি হয়ে গেল না কি?

অনুশীলনী

সুপার্শ্ব সরকার

১

বছরের এই সময়টা এলেই মনটা কেমন যেন হয়ে যায় অলোকের।নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মত মেঘ। মাঠ ভর্তি কাশফুল। ভোরের দিকে একটু শীত শীত ভাব। ভোর অবধি অবশ্য শোয়া হয়না বেশীরভাগ দিন। বাবার সাথে যেতে হয় বারাসাতের ভেড়িতে- সেখানে খুচরো ব্যবসায়ীদের থেকে মাছ নিয়ে, তাদের গ্রামের বাজারে এসে বসে মোটামুটি ন'টা অবধি।তারপর বাড়ি ফিরে কোন মতে দুটো খেয়ে স্কুল।

বড় ঘুম পায় প্রথম পিরিয়ডটায়- রাখালবাবুর বাংলা ক্লাসে।কোনো মতে চোখ টেনে বসে থাকে অলোক।

রাখালবাবু 'শরৎকাল' রচনা লিখতে দিয়েছেন দুদিন আগে।লিখতেই পারেনি।সন্ধ্যা বেলায় কতটুকুই বা সময় পায়।আটটা বাজলেই ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসে।আর যেটুকু পড়া নিয়ে বসে, শুধু মনে হয়- পুজো আসছে, মাত্র কদিন বাকি।

নবমী-দশমী বাজার বন্ধ থাকে- কি কি করবে ওই দুদিন-এইসব।পুজোর সময়ে নতুন জামা ওদের বাড়িতে কোনও বছরই হয়না, সেটা হয় কিছুটা নববর্ষতে।তবে ওই দুদিন আরাম করে বেলা অবধি ঘুমোতে তো পারবে!

রচনা না লেখার জন্য গাঁট্টা খেল ক্লাসে। উপরন্তু অঙ্ক ক্লাসে নিল-ডাউন। গণেশবাবু বোর্ড-এ ডেকেছিলেন জ্যামিতি করতে।এক লাইন এগোতে পারেনি।বাড়িতে অঙ্ক নিয়ে বসাই হচ্ছেনা!

কদিন ধরে আবার একাই যাচ্ছে ভেড়িতে।বাবার বাঁ-হাত ব্যথায় কাহিল- অথচ দোকান বন্ধ রাখলেও চলবেনা।

নিল-ডাউন হয়ে চোখে জল এসে গেলো। পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া আর বোধহয় হবেনা। এভাবে কোনোমতে নাইন পেরোলেও মাধ্যমিক উতরোবেনা।বলে দেবে বাবাকে-এই শেষ।

২

হাতের যন্ত্রণাতে শেষ কয়েক রাত ভালো করে ঘুম হয়না কালির।বাঁ-হাতটা গত প্রায় বছর পাঁচেক ধরেই অকেজো- হঠাৎ ব্যথা বেড়ে উঠেছে আবার। ভোর বেলায় যশোর রোডে দুই ম্যাটাডর এর রেষারেষিতে হাতটা পিষে গিয়েছিল প্রায়। কোনোমতে হাতটা বেঁচে যায় সদর হাসপাতালের ডাক্তারের দয়াতে, কিন্তু সে না থাকারই মত।সেই কারণে অলোককে সাথে নিতে হচ্ছে গত বছর

তিনেক ধরে, নাহলে দোকান চালানো, হিসেব রাখা- সব পেরে ওঠেনা। কর্মচারী রাখলে লাভের অধিকাংশ তাতেই চলে যাবে।

সেই দুর্ঘটনার কিছুদিন পরে অনেক ঘুরেছে পঞ্চায়েত বা কাছের শহরের বিধায়ক এর বাংলোয়।কিছু লাভ হয়নি।তিন বছর আগের ভোট-এর সময়ে পঞ্চায়েত নেতা এসে বলেছিলেন- গ্রামে পুকুর কাটা হবে- সেই কাজ করতে পারবে কিনা কোনোভাবে। অলোকের মা মুখ ঝামটা দিয়ে বের করে দিয়েছিল।

পুজো আসছে, এই সময়টাই একটু বেশী লাভের সুযোগ।আর এখনই হাতটা বিদ্রোহী হয়ে উঠলো! কিছু ভালো লাগেনা কালির ।অলোককে দেখলে মায়া হয় বড়।রোদ-জলে পুড়ে গেছে একেবারে। স্কুল যায় কিনা কে জানে!

নিজের স্কুল জীবন তো হঠাৎ ই শেষ হয়ে গিয়েছিল।মাধ্যমিক পেরিয়ে যে বছর একাদশে উঠলো, সেই বছরই সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে কালির বাবা আর ফিরলোনা।অনেক চেষ্টা করেও আর উচ্চ মাধ্যমিক দেওয়া হয়নি।মাছের দোকানেই কেটে গেলো বাইশ বছর।

অলোক ভোর রাতে বেরিয়ে যাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে ভাবে এইসব- ছেলেটারও না ওর নিজের মত অবস্থা হয়।তারপর পেছনের জঙ্গলে গিয়ে বসে থাকে।ভাবে আকাশ পাতাল।

৩

গ্রামের বাজার ইউনিয়নের সভাপতির মৃত্যুতে আজ বাজার বন্ধ।তাও অভ্যাস মত ভোরেই ঘুম ভেঙ্গে গেছে অলোকের।কাল ক্লাসে নিল-ডাউন থাকার পর থেকেই মনটা বড় খারাপ।পড়া চালানো যাবেনা এইভাবে।পেছনের জঙ্গলের শিউলি গাছতলা ওর খুব প্রিয় জায়গা।ওখানেই বসে একটা কিছু ভেবে নেবে-আজই।

গাছটার কাছে গিয়ে দেখে যে, কালি ওখানেই একটা মাদুর পেতে ঘুমিয়ে পড়েছে।আর পাশেই পড়ে রয়েছে একটা খাতা।মনে হয় হিসাব মেলাবে বলে নিয়ে এসেছে।অলোক খাতাটা তুলে নিয়ে দেখে- এ কী, এ তো ওর বাড়ির জ্যামিতি খাতা !পাতা উল্টে দেখে- যে কটা কঠিন সমস্যাতে আটকে ছিল শেষ কদিন ধরে, তার সবগুলোই প্রায় নিখুঁত ভাবে সমাধান করা।কালির হাতের লেখা অলোক ভালো করেই চেনে।পাতা উল্টে দেখতে দেখতে গলার কাছে ধরে এলো একটু।খাতাটা আবার বাবার পাশেই নামিয়ে রেখে চলে এলো ঘরে।

মুঠো ভোরে শিউলিফুল নিয়ে এসেছিল আসার সময়ে।টেবিলের ওপর রেখে, খুলে বসলো জ্যামিতির অনুশীলনী।

পরম প্রাপ্তি

সুমেধা রায় চক্রবর্তী

তেরো পার্বণ এ আছি মোরা অনেকে এক সঙ্গে,
নানান অনুষ্ঠানে আমরা মেতে উঠি রঙে।

বাঙালিয়ানায় ভরা মোরা একশো শতাংশ,
বাংলা মোদের প্রাণ মন আর হৃদয়ের অংশ।

কাজের জন্য দেশ থেকে আজ অনেক দূরে সবাই -
একে অন্যের চোখে যেন দেশের ছায়া পাই !

তাই তো ভাবি নির্দ্বিধায় আজ বলেই ফেলি-
দুর্গাপুজো, নববর্ষ, রথ কিংবা হোলি -

আজ প্রবাসে আমার অনেক আত্মীয় পরিজন
জানতে চাও কোথায় পেলাম? সে যে "তেরো পার্বণ" ||

দ্বিতীয় হেঁয়ালি

বেআক্কেলের আক্কেল নেই,
এ লগণে গণহত্যা!
জিওল মাছ ওল ছাড়া খাও,
সঙ্গে আমের ভর্তা|
যদি গজিয়েছে আক্কেল তবে
বল কোন্ দেশ কর্তা?

নামে গরমিল

সুব্রত রায়

এই বাংলার নামে-জায়গায়
মিল খুঁজতে গেলে
পদে পদে হোঁচট খাবে
পালাবে সব ফেলে।

শিয়ালদাতে শুনবেনা ভাই
হুক্কা হুয়া ডাক
ময়নাপুরে মিলবে নাকো
ময়না পাখির ঝাঁক।

গরুমারা নাম হলেও
সেথা হয়না গরু মারা
রানীগঞ্জে রাণী খুঁজতে
হবেই তুমি সারা।

শ্রীরামপুরে নেইকো
শ্রী রামচন্দ্রের বাড়ি
চন্দনপুর-এ মিলবে নাকো
চন্দন গাছের সারি।

সোনারপুর- এ তোলা হয়না
খনি থেকে সোনা
জঙ্গিপুরের লোকেরা মোটেই
নয়কো জঙ্গিমনা।

শক্তিগড়ের আশে পাশে
গড় কি ভাই আছে?
বনগ্রাম নাম হলেও
তা নয়কো বনের কাছে।

বর্ধমানের ক্ষেত্রে এর
দেখছি ব্যতিক্রম
হাজার বাধা থাকলেও
এর বৃদ্ধি নয়কো কম।

Did you know? আপনি কি জানতেন?

The first audio cassette, with which the childhood of many of us were spent, was manufactured in Belgium, and by none other than Philips company!

বিশ্বের প্রথম অডিও ক্যাসেট, যা নিয়ে আমার আপনার অনেকেরই কৈশোরের অনেকটা অংশ কেটেছে, তৈরী হয়েছিল এই বেলজিয়ামেই। তৈরী করেছিল ফিলিপস কোম্পানি!

বেলজিয়ামে দেবী-দর্শন

অনুপম ব্যানার্জ্জী

এ এক দেবিদর্শনের গল্প।এক দেবতার সৃষ্টিবীজ আর এক মহৎ পুরুষের সংস্পর্শে পেল কায়া, আর এক ঈশ্বর সেই কায়াকে দিলেন পূর্ণরূপ - জন্ম নিলেন জগদ্বিজয়িনী 'দেবী'।আর সেই 'দেবী'র দর্শন মিলল সুদূর বেলজিয়ামে বসে, আরও নির্দিষ্ট করে বললে - ব্রাসেলসে।

না, এ সমস্ত দেবতাদের সঞ্চীয়মান তেজোপুঞ্জের মহিষাসুরমর্দিনী হয়ে ওঠার গল্প নয়, না এ আমার ব্রাসেলসে দুর্গাপূজা দেখার স্মৃতিচারণ।এ গল্প অন্য এক 'দেবী'র।

এই 'দেবী' আর এক ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্পর্শধন্য।কবিগুরুর কাহিনীসূত্র তিনি দান করলেন প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়কে, যিনি সেই সূত্র থেকে রচনা করলেন কাহিনীর।আর সেই কাহিনীকে কালজয়ী চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করলেন বিশ্ববরেণ্য পরিচালক সত্যজিৎ রায়।আর সেই চলচ্চিত্র আমি দেখলাম সুদূর ব্রাসেলসের বুকে বসে।কিন্তু না, প্রথমেই ঘটনার ক্লাইম্যাক্সে চলে এসেছি।আরেকটু পিছিয়ে যাই।

সত্যজিৎ রায়ের আর সমস্ত চলচ্চিত্র আগেই দেখা হয়ে গিয়ে থাকলেও বাকি পড়ে ছিল – 'দেবী'। বোধহয় নিয়তি তাঁর নোটবুকে লিখে থাকবেন, "এই বঙ্গনিধি অধ্যয়নে জলাঞ্জলিপূর্বক কেবলমাত্র চলচ্চিত্র চর্চার দ্বারা মাতা বীণাপাণির উপাসনা করিতে চাহিলেও 'দেবী' তাহার অধরাই থাকিবেন। বহুবর্ষ পরে এক যবন নগরীতে ইহার 'দেবী'দর্শন হইবে।' অতঃ কিম্!

অতঃ, বসন্তের এক মধ্যাহ্নে, ৪ঠা এপ্রিল ২০২২, ব্রাসেলসে ঘরে বসে আমার এক সহকর্মী মনজিতের থেকে বসন্ত সমীরণের মত সুমিষ্ট এক সংবাদপ্রাপ্তি – ইউরোপীয় ইউনিয়নের এই রাজধানীতে সত্যজিৎ রায়ের 'দেবী' প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শন। আয়োজক রয়াল ফিল্ম আর্কাইভ অফ বেলজিয়াম – সিনেমাটেক।প্রেক্ষাগৃহও ওঁদেরই।২০শে মার্চ ২০২২ থেকে শুরু করে অদ্যই (৪ঠা এপ্রিল) শেষ রজনী।

খবরটুকু হৃদয়ঙ্গম ও আমার কানকে বিশ্বাস করতে যে'টুকু সময় লাগল। এই সুযোগ হাতছাড়া করবার মত নিরেট মস্তিষ্ক আমার নিজের বলে বিশ্বাস হয় না।হ্যাঁ, পাহাড়-প্রমাণ অফিসের কাজ পড়ে আছে।কিন্তু সেই মুহূর্তে তা অগ্রাহ্য করার মনোবল ভগবান জুটিয়ে দিলেন।শুনলাম, ঐন্দ্রিলা বলে আমাদের এক সুহৃদ টিকিট কাটার মত পরোপকারের মহান ব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করেছে।ফোনে মনজিতের হাতেপায়ে ধরে নিজেকে সরকারী ভোটার তালিকার মত গুরুত্বপূর্ণ এই তালিকায় নথিভুক্ত করলাম।অফিসের কাজ গুছানোর বিলম্ব ঐন্দ্রিলার দাক্ষিণ্যে কিছুটা সামাল দেওয়া গেল।

বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে।কিন্তু তা আমার উদ্যমে জল ঢালার জন্য যথেষ্ট নয়।দেরী হয়ে গেছে।তাই রাস্তা দিয়ে দৌড় শুরু করলাম।শুধু যে 'ছবি' প্রথম থেকে দেখতে হবে তা নয়, এই উৎসবের প্রারম্ভ, তার প্রতিটি মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে হবে। এক অবিস্মরণীয় সন্ধিক্ষণের আগাম উৎকণ্ঠায় বুকে ঢিপঢিপের তালে তালে দৌড়।

গিয়ে একটু হতাশই হতে হল।বাঙালীদের মধ্যে আমরা খালি পাঁচজন – ঐন্দ্রিলা, সঙ্গীতা, প্রিয়াঙ্কা, মনজিত আর আমি।তবে সেই দমে যাওয়া মনকে চাঙ্গা করতে এগিয়ে এলেন স্থানীয় দর্শকেরা – ভাষার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে, বৃষ্টিকাতর আবহাওয়া উপেক্ষা করে যাঁরা প্রেক্ষাগৃহ প্রায় সত্তর শতাংশ ভরিয়ে তুললেন।আমি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম তাঁদের আগ্রহ ও মনঃসংযোগ।পুরোটা সময় তাঁরা ঘাড় ঘোরালেন না, অমনোযোগী হয়ে এদিক-ওদিক গল্প করলেন না।মনজিতের থেকে আমরা চলচ্চিত্রকারের শহরের ও ভাষার লোক জানার পরে তাঁদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল, মাঝে মাঝে কঠিন জায়গাগুলো অনুবাদ করে দেওয়ার রসিক অনুরোধ এল, প্রদর্শনশেষে প্রশংসা ও অন্যান্য অনুভূতিব্যঞ্জক গঠনমূলক মন্তব্য এল।একজন বিষণ্ণচিত্তে জানিয়ে গেলেন, চলচ্চিত্রটি অত্যন্ত দুঃখে ভরা।আরেক বিদেশিনী মিষ্টি দিদিমা ততোধিক মিষ্টিভাবে জানালেন যে পোষাক-গয়না তাঁর খুবই মনে ধরেছে।কেবল দয়াময়ীর জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদছে।বেচারীর কপালে শেষে যদি একটু সুখ থাকত!

ত্রিশ আসনবিশিষ্ট, সুদৃশ্য কৃষ্ণকায় পিয়ানো অলংকৃত প্রেক্ষাগৃহটিতে পড়ে রইল বিস্ময় - মুগ্ধতা - আনন্দ - উত্তেজনা মিলিত একটি সন্ধ্যা।সবেমাত্র ইতিহাসের সাক্ষী হওয়া আমরা পাঁচজন মনভরা ভাললাগা নিয়ে পা বাড়ালাম ঘরের দিকে।

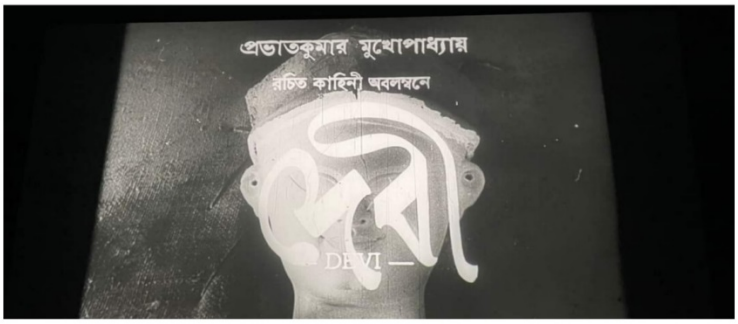

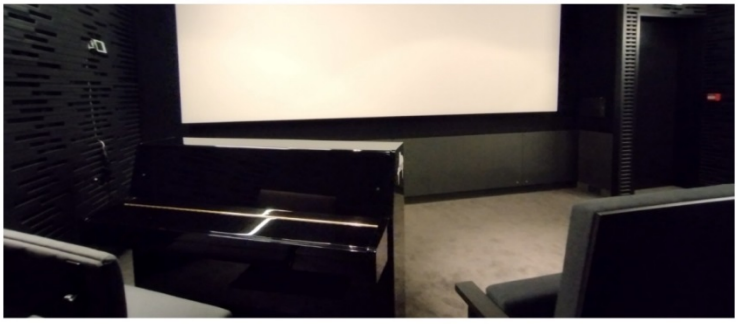

‘দেবী’ টাইটেল কার্ড ছবি সৌজন্য: ঐন্দ্রিলা পাল

তেরো পার্বণের সেরা পার্বণ

পলাশ চন্দ্র দাস

আশ্বিনের আকাশ নীল হলো, মেঘেরা দিলো পাড়ি|
বছর পরে উমা আবার আসছে বাপের বাড়ি |
কোমর বেঁধে লেগেপড়, করতে হবে অনেক কাজ |
ঘরের মেয়ে আসছে বাড়ি কত আনন্দ আজ |
ঢাক বাজাও, উলু দাও, বাজাও জোরে শাঁখ,
আগমনীর তুলির টানে কুমোরটুলির মৃত্তিকা আজ "মা" হয়ে যাক |
দেশে কিংবা বিদেশে - হোক নাইবা বেলজিয়াম,
মা তো শুধু মাই হয়, তার নাই আর অন্য কোনো নাম |
উৎসবের এই দিন গুলিতে চলো সবাই হয়েযাই এক,
দুঃখ ঘুচবে মিটবে কষ্ট মা একবার মুখ তুলে দ্যাখ |
চারি দিকেতে হিংসা-বিদ্বেষ আকাশ যখন কালো,
"মা" তুমি সবার ভালো করো, জগৎ করো আলো |
নতুন পোশাক, খাওয়া দাওয়া, প্যান্ডেলে-প্যান্ডেলে মজা |
বাচ্চারাতো একটু করবে দুষ্টুমি আজ দিওনা যেন সাজা |
সারা বছর অপেক্ষার পর - পুজোর কটা দিন,
ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী তাধিন তাধিন ধিন |
দশমীর দিন মনটা ভারী চোখ ছল ছল,
ঘরের মেয়ে শ্বশুরবাড়ি ফিরবে আবার বল |
সমস্ত ত্রুটি ক্ষমা করো মাগো, সবার করো ভালো,
তোমার আশীর্বাদে যেন জগৎ হয় আলো |
তেরো পার্বণের সেরা পার্বণ বাঙালির দুর্গাপূজা,
অপেক্ষায় থাকবো কখন আসবে দশভুজা |

Did you know? আপনি কি জানতেন?

The autumn time when we celebrate Durga puja and become nostalgic with the mention of autumn in many songs, is not at all the actual and original time of Durga puja. The actual time of Durga puja is in spring, and is called Basanti puja (from the Bengali word meaning spring). That is why the popular one is called 'untimely worship'.

শরৎকালের যে দুর্গাপুজো নিয়ে আমাদের মাতামাতি আর পুজোর গানে শরতের উল্লেখ নিয়ে যে আমাদের স্মৃতিকাতরতা, সেই শরৎকাল কিন্তু দুর্গাপুজোর প্রকৃত সময় নয়।সেইজন্য এর নাম অকাল বোধন।আসল দুর্গাপূজার প্রচলন বসন্তকালে, আর তাই তাকে বাসন্তী পূজাও বলা হয়।

তৃতীয় হেঁয়ালি

সাত সতেরো না ভেবে ভাই
কেড়ে নাও তুমি ছয় শ'।
(আহা) ছয় শ' নয় হে. ছয় শ' নয় –
কাড়ো একেবারে সাত স।
পালাপার্বণে পালা করে ভাই
পালাও যেদিক পানে –
এই সংস্থাকে ঠিকই পাবে খুঁজে
পুজো, কবিতা, গানে॥

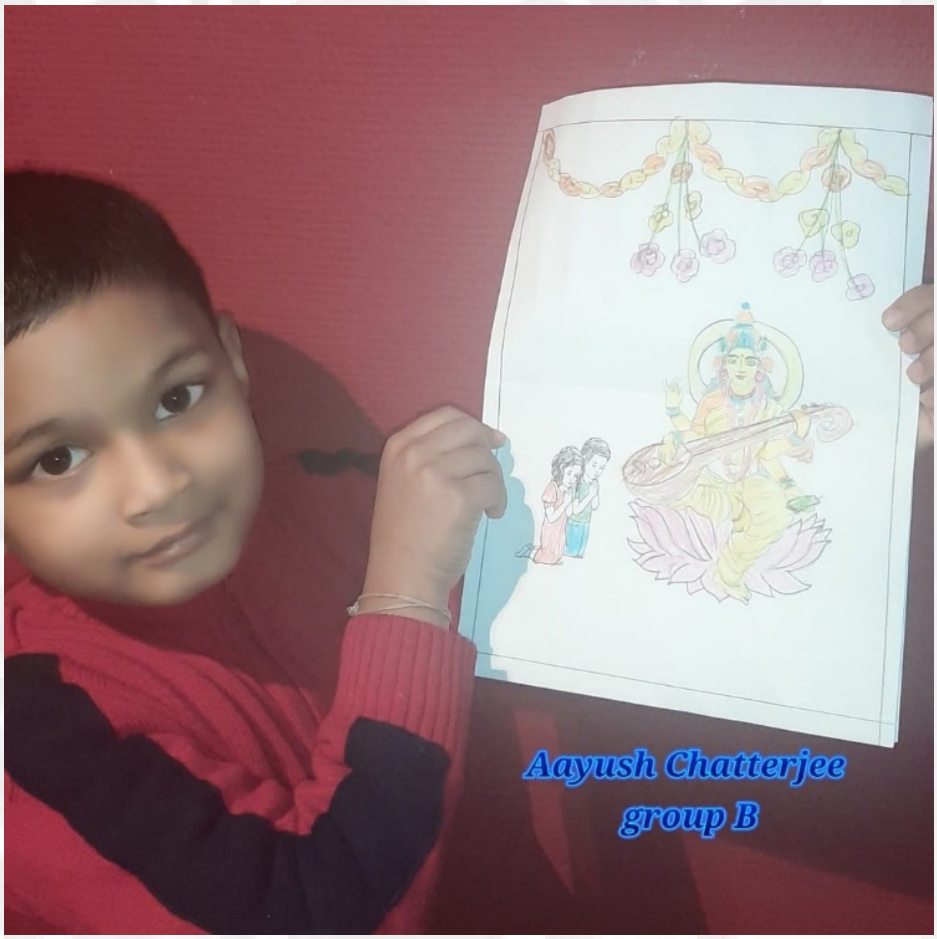

Did you know? | আপনি কি জানতেন?

The famous 'Daaker Saaj' in which we decorate traditionally the idols Durga and her children has got his name from the German post or Daak, as post is called in Bengali. The raw material of those traditional dresses were received from these posts.

যে ডাকের সাজে আমরা দুর্গা মায়ের ও তাঁর সন্তানদের সনাতনী চিন্ময়ী সাজ দেখতে অভ্যস্ত তার নামকরণ হয়েছে জার্মান পোস্ট বা ডাক থেকে, যেহেতু এই সাজের কাঁচামাল ঐ ডাকে আগত জিনিস থেকে তৈরী হত।

চতুর্থ হেঁয়ালি

ইংরেজ "বয়াম" এ কুলের আচার
যে হাতে পায় হয় তার।
ইংরেজ "টাকা" থাকলে সাথে
চলো যাই সেথা একসাথে॥

Acknowledgements

With heart-felt gratitude, Tero Parbon acknowledges the contribution and support extended for the auspicious and grand occasion of Durgapuja, from

Thank You!!

DOOKAN.COM

With heart-felt gratitude, Tero Parbon acknowledges the contribution and support extended for the auspicious and grand occasion of Durgapuja, from

Thank You!!

NAXO FOODS
WHOLESALE EUROPE
Kolmenstraat 1226 3570 Alken
0488 88 28 28

With heart-felt gratitude, Tero Parbon acknowledges the contribution and support extended for the auspicious and grand occasion of Durgapuja, from

Thank You!!

With heart-felt gratitude, Tero Parbon acknowledges the contribution and support extended for the auspicious and grand occasion of Durgapuja, from

Thank You!!

With heart-felt gratitude, Tero Parbon acknowledges the contribution and support extended for the auspicious and grand occasion of Durgapuja, from

Thank You!!

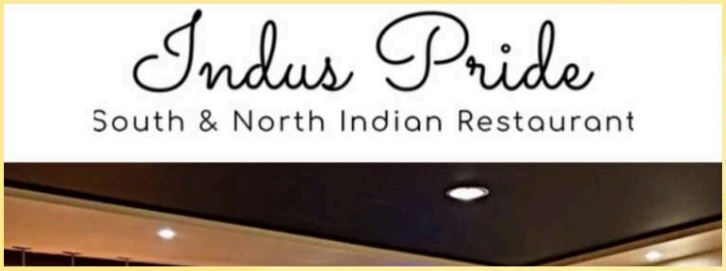

With heart-felt gratitude, Tero Parbon acknowledges the contribution and support extended for the auspicious and grand occasion of Durgapuja, from

Thank You!!

With heart-felt gratitude, Tero Parbon acknowledges the contribution and support extended for the auspicious and grand occasion of Durgapuja, from

Thank You!!

Srijani

Adds Colors to Life

With heart-felt gratitude, Tero Parbon acknowledges the contribution and support extended for the auspicious and grand occasion of Durgapuja, from

Thank You!!

Express Afro India
Infotech center
American car wash
Mr. Prem Kapoor

With heart-felt gratitude, Tero Parbon acknowledges the contribution and support extended for the auspicious and grand occasion of Durgapuja, from

Thank You!!

Sanchita Samanta
&
Himadri Gorai

With heart-felt gratitude, Tero Parbon acknowledges the contribution and support extended for the auspicious and grand occasion of Durgapuja, from

Thank You!!

Sankhadeep Chawdhury

With heart-felt gratitude, Tero Parbon acknowledges the contribution and support extended for the auspicious and grand occasion of Durgapuja, from

Thank You!!

Sumedha Roy Chakraborty
&
Sabyasachi Chakraborty

With heart-felt gratitude, Tero Parbon acknowledges the contribution and support extended for the auspicious and grand occasion of Durgapuja, from

Thank You!!

Tushar Suvra Roy Chowdhury

With heart-felt gratitude, Tero Parbon acknowledges the contribution and support extended for the auspicious and grand occasion of Durgapuja, from

Thank You!!

Sangeeta Biswas
&
Ishan Biswas

With heart-felt gratitude, Tero Parbon acknowledges the contribution and support extended for the auspicious and grand occasion of Durgapuja, from

Thank You!!

Snigdha Mohanty
&
Santanu Sahoo

With heart-felt gratitude, Tero Parbon acknowledges the contribution and support extended for the auspicious and grand occasion of Durgapuja, from

Thank you!!

Tanya Mukerji Ghatak
&
Indrajit Ghatak

With heart-felt gratitude, Tero Parbon acknowledges the contribution and support extended for the auspicious and grand occasion of Durgapuja, from

Thank you!!

Pretty Chakraborty
&
Sudip Chakraborty

With heart-felt gratitude, Tero Parbon acknowledges the contribution and support extended for the auspicious and grand occasion of Durgapuja, from

Thank You!!

Shabari Mitra
Anindya Mitra
&
Victor Mitra

With heart-felt gratitude, Tero Parbon acknowledges the contribution and support extended for the auspicious and grand occasion of Durgapuja, from

Thank You!!

Sangeeta Sahu
&
Siddhartha Sahu

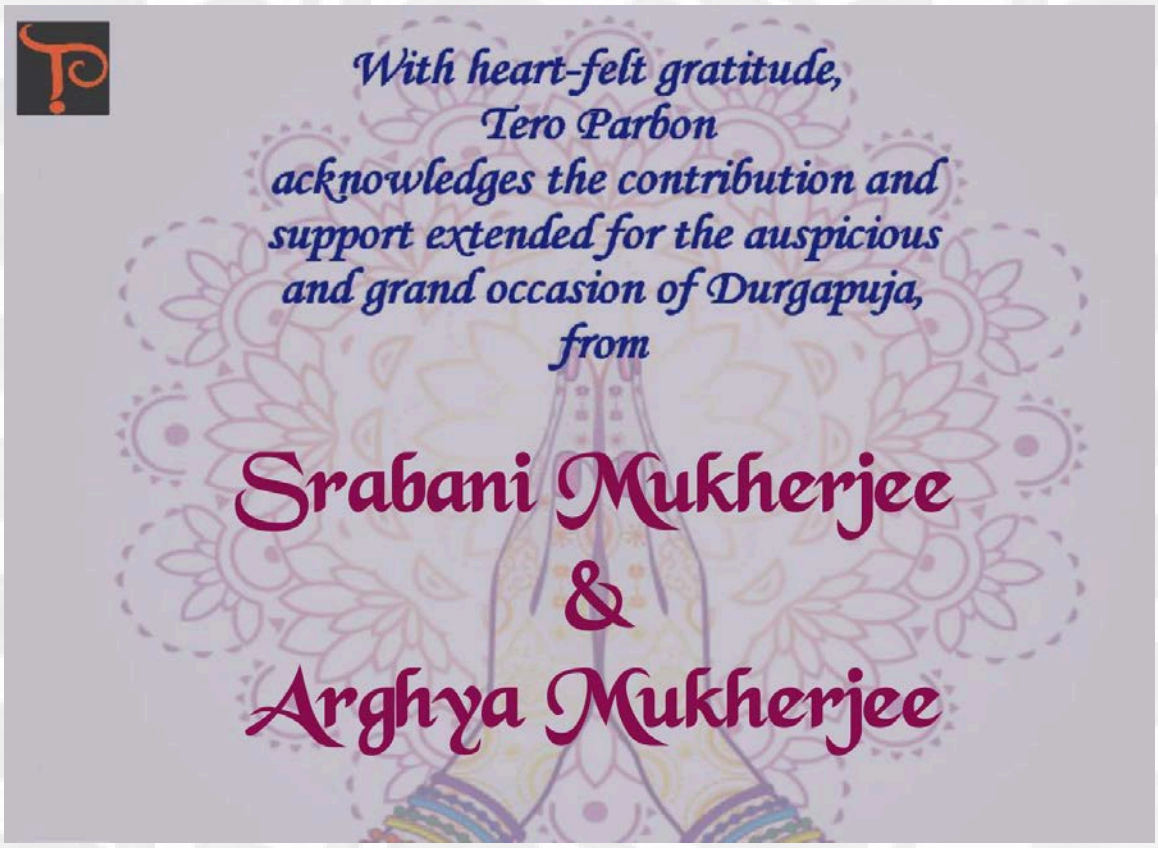
With heart-felt gratitude,
Tero Parbon
acknowledges the contribution and
support extended for the auspicious
and grand occasion of Durgapuja,
from
Srabani Mukherjee
&
Arghya Mukherjee

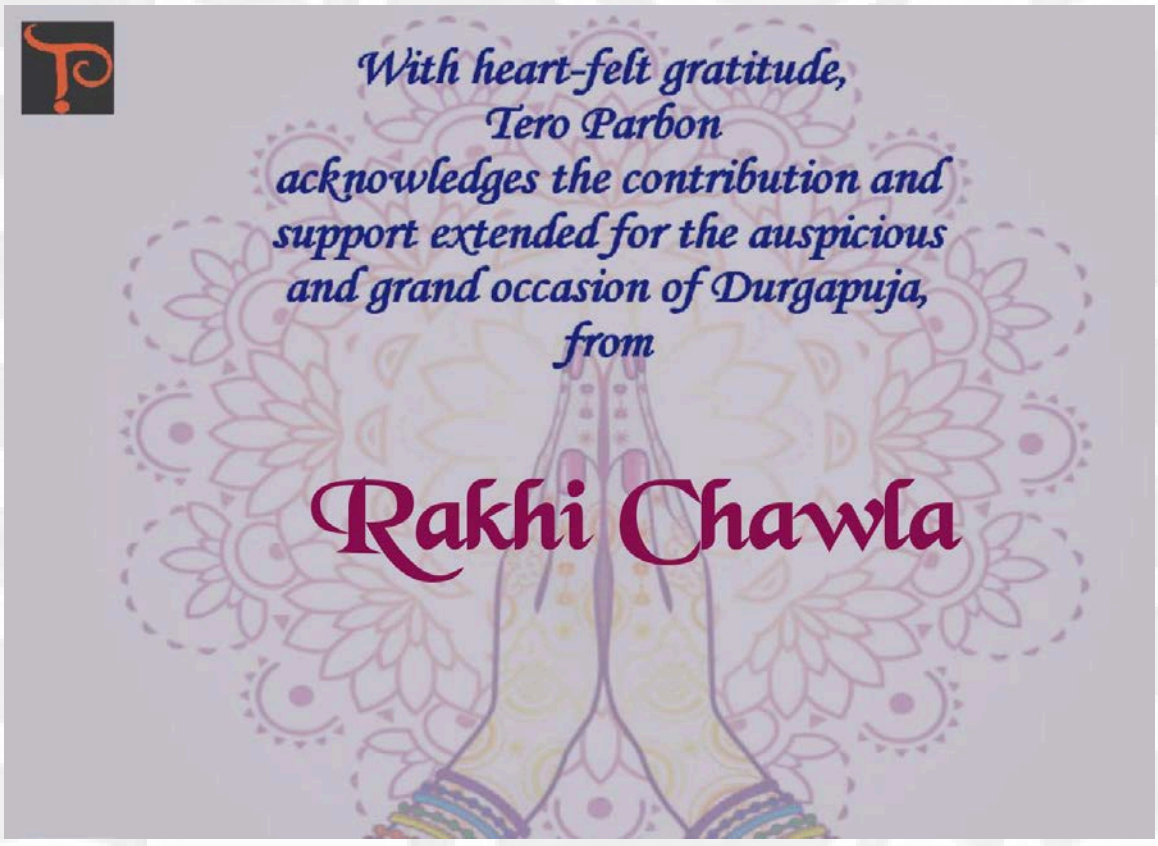
With heart-felt gratitude,
Tero Parbon
acknowledges the contribution and
support extended for the auspicious
and grand occasion of Durgapuja,
from
Rakhi Chawla

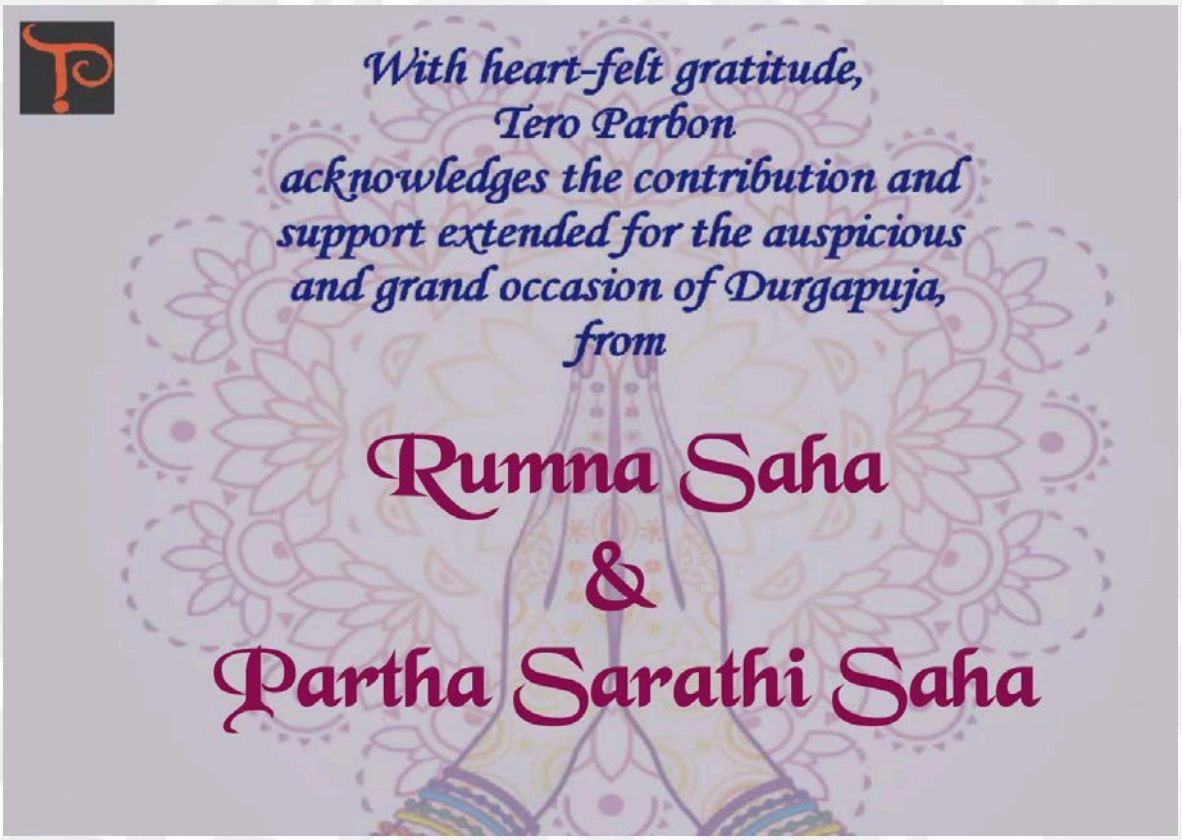
With heart-felt gratitude,
Tero Parbon
acknowledges the contribution and
support extended for the auspicious
and grand occasion of Durgapuja,
from
Rumna Saha
&
Partha Sarathi Saha

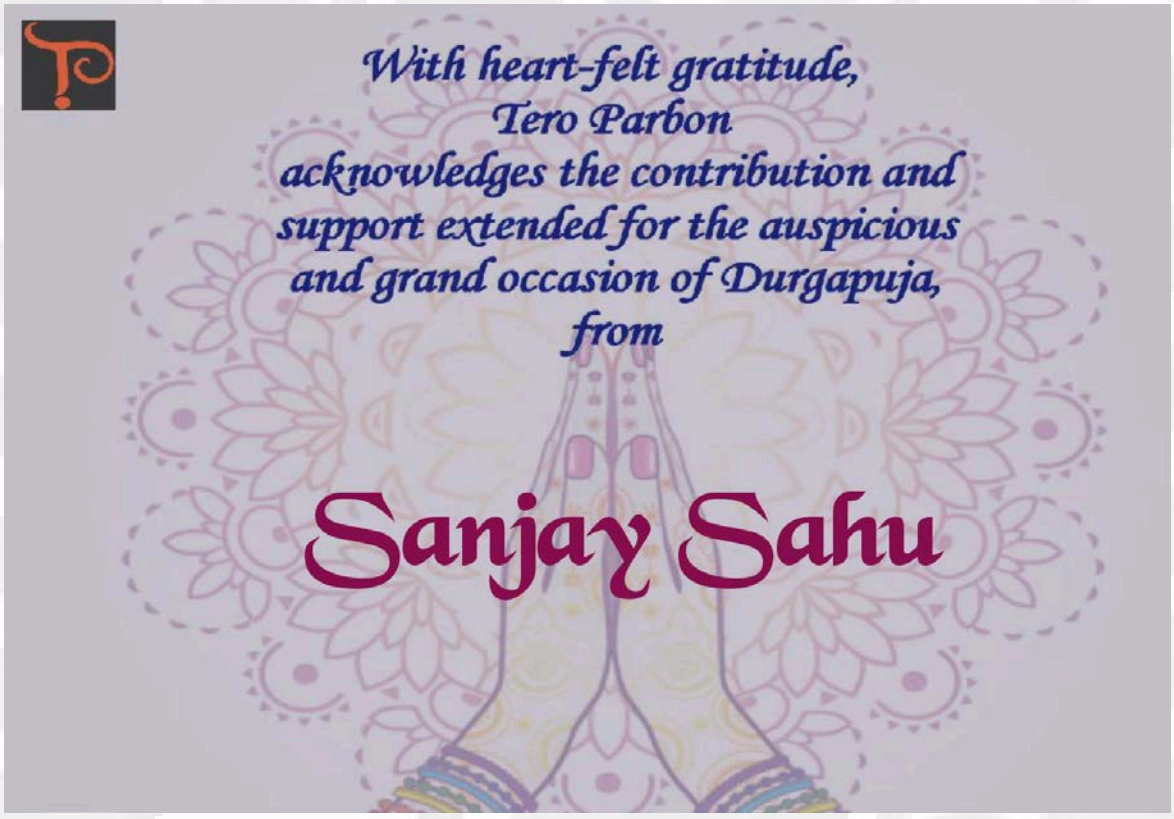
With heart-felt gratitude,
Tero Parbon
acknowledges the contribution and
support extended for the auspicious
and grand occasion of Durgapuja,
from
Sanjay Sahu

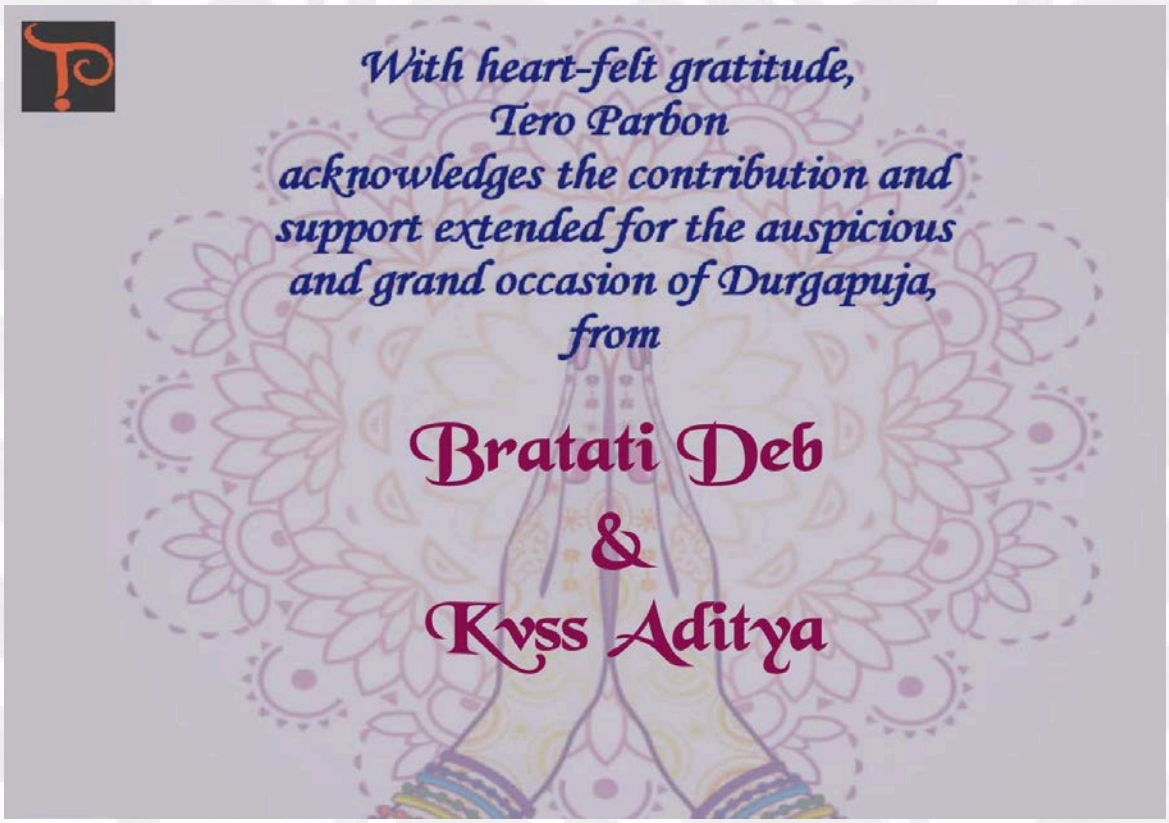
With heart-felt gratitude,
Tero Parbon
acknowledges the contribution and
support extended for the auspicious
and grand occasion of Durgapuja,
from
Bratati Deb
&
Kvss Aditya

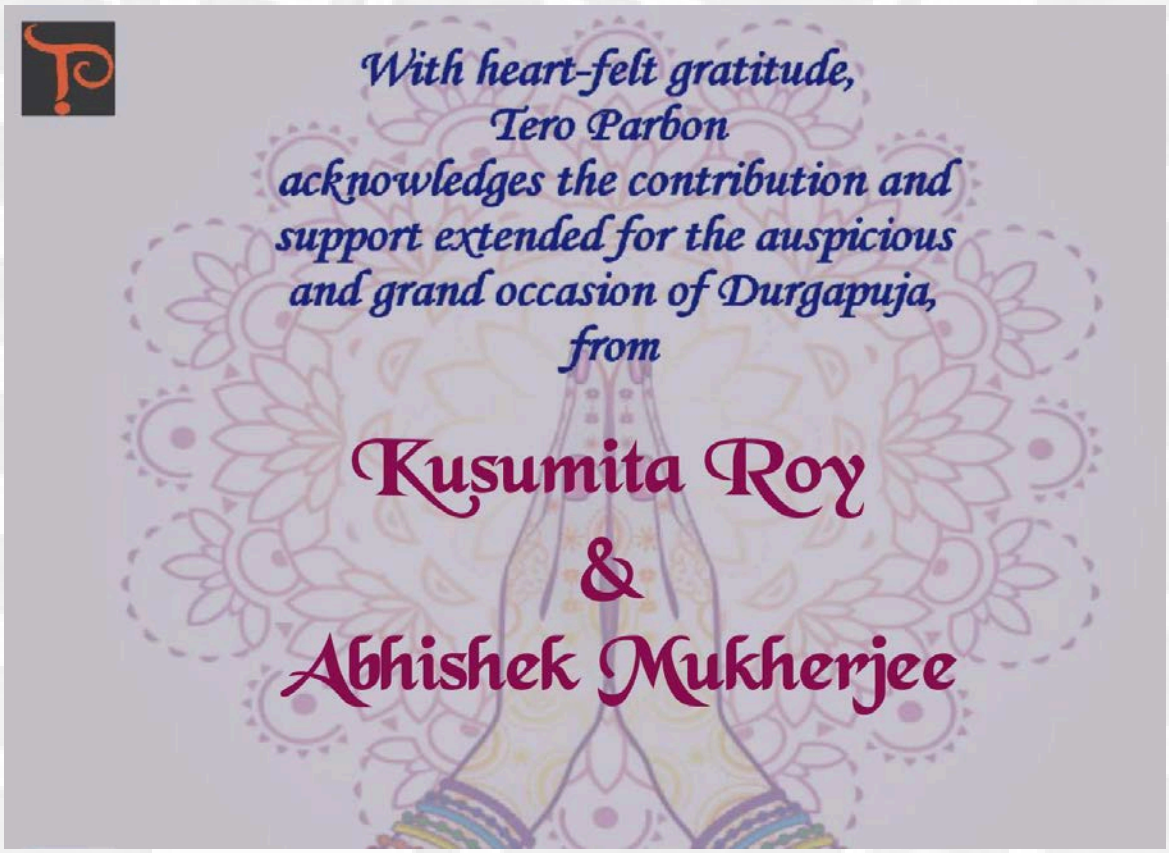
With heart-felt gratitude,
Tero Parbon
acknowledges the contribution and
support extended for the auspicious
and grand occasion of Durgapuja,
from
Kusumita Roy
&
Abhishek Mukherjee

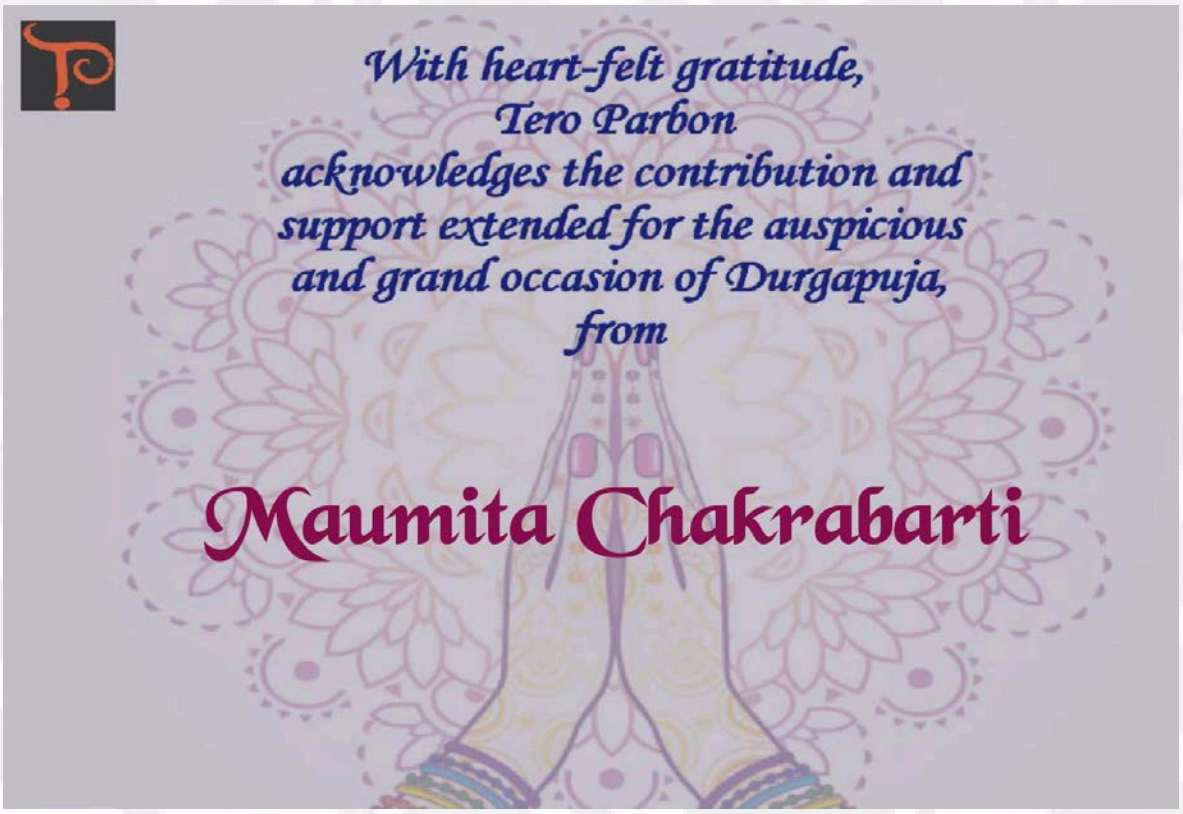
With heart-felt gratitude,
Tero Parbon
acknowledges the contribution and
support extended for the auspicious
and grand occasion of Durgapuja,
from
Maumita Chakrabarti

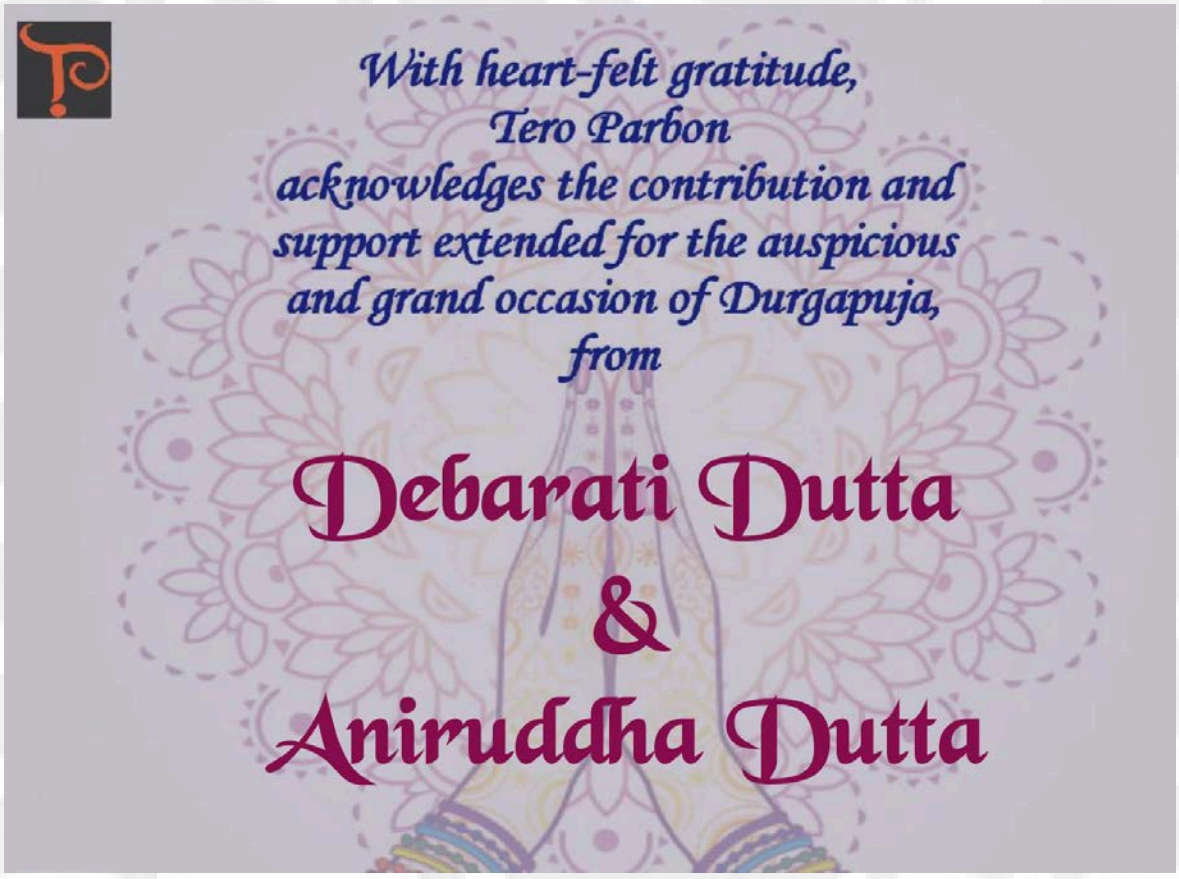
With heart-felt gratitude,
Tero Parbon
acknowledges the contribution and
support extended for the auspicious
and grand occasion of Durgapuja,
from
Debarati Dutta
&
Aniruddha Dutta

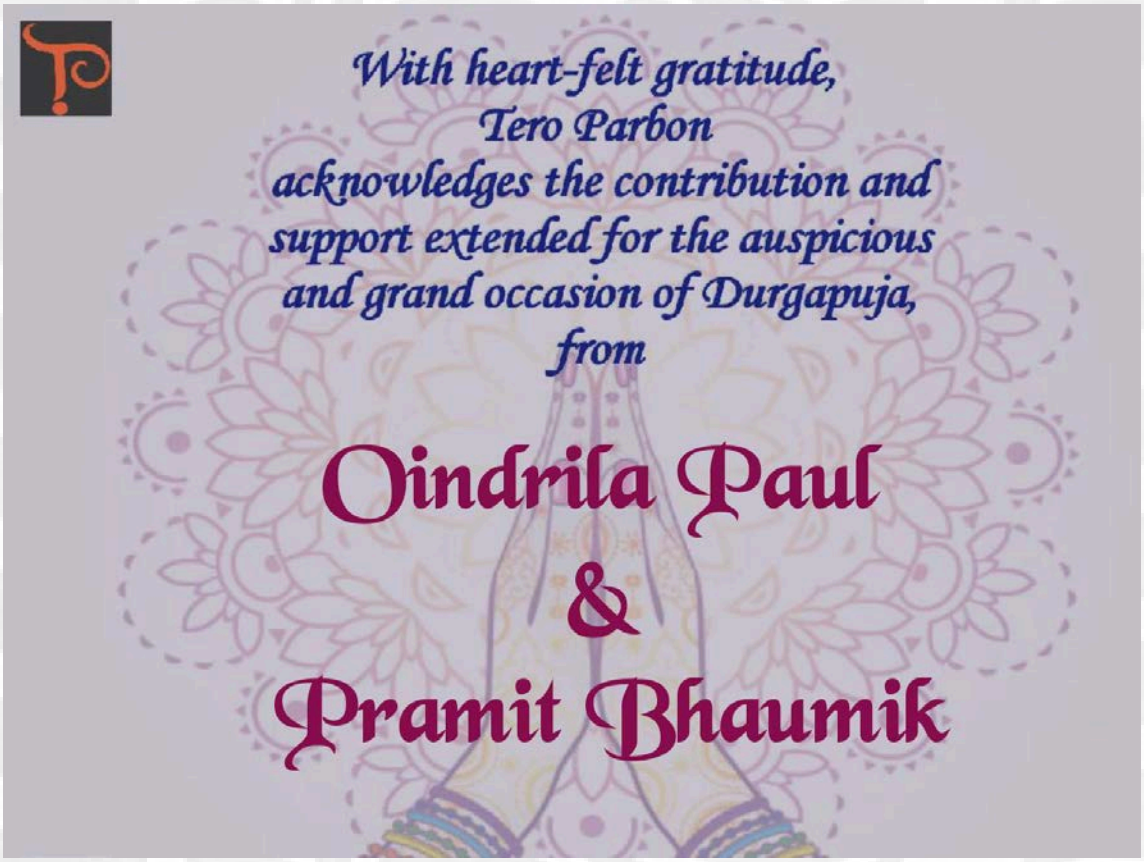
With heart-felt gratitude,
Tero Parbon
acknowledges the contribution and
support extended for the auspicious
and grand occasion of Durgapuja,
from
Oindrila Paul
&
Pramit Bhaumik

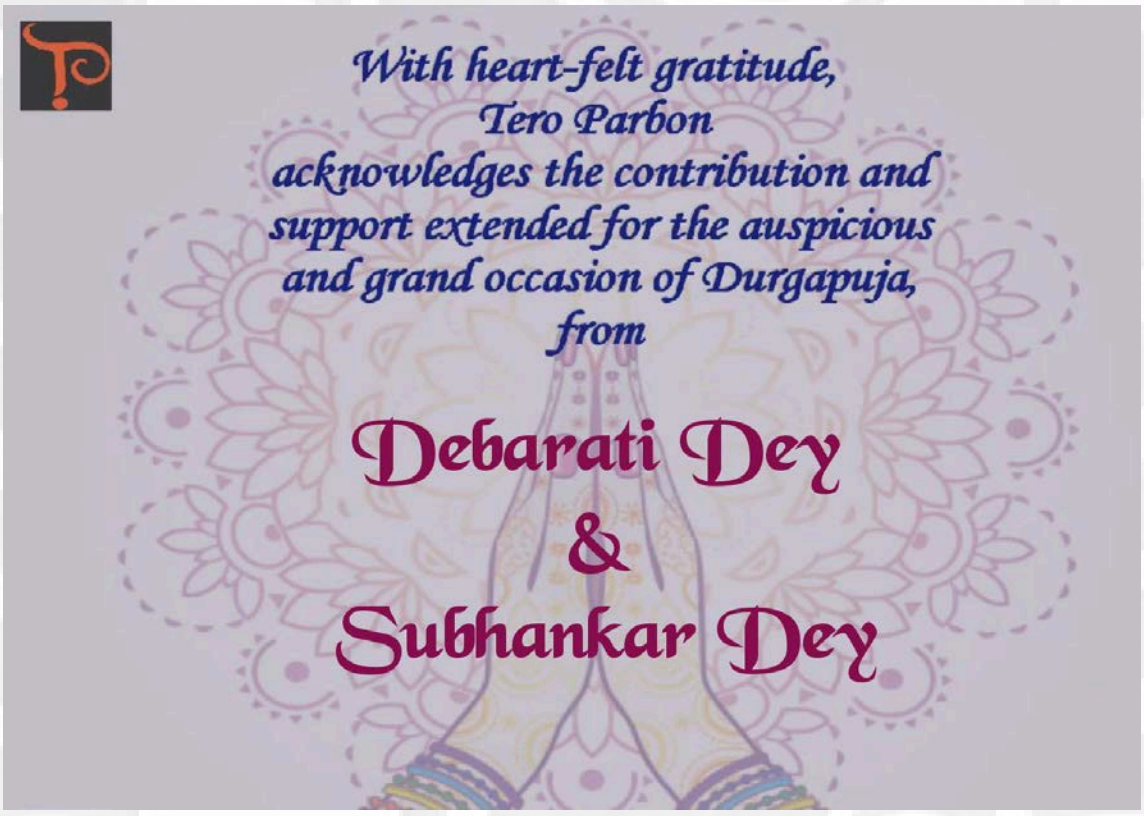
With heart-felt gratitude,
Tero Parbon
acknowledges the contribution and
support extended for the auspicious
and grand occasion of Durgapuja,
from
Debarati Dey
&
Subhankar Dey

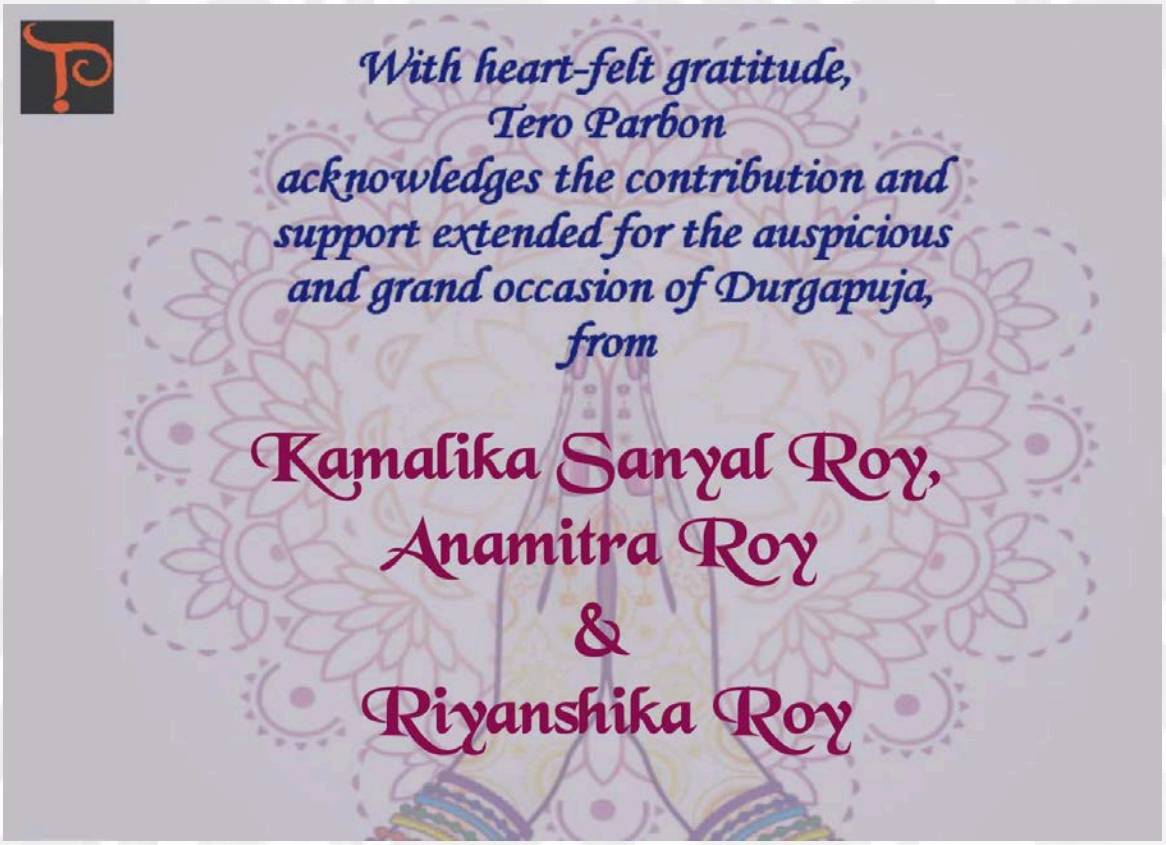
With heart-felt gratitude,
Tero Parbon
acknowledges the contribution and
support extended for the auspicious
and grand occasion of Durgapuja,
from
Kamalika Sanyal Roy,
Anamitra Roy
&
Riyanshika Roy

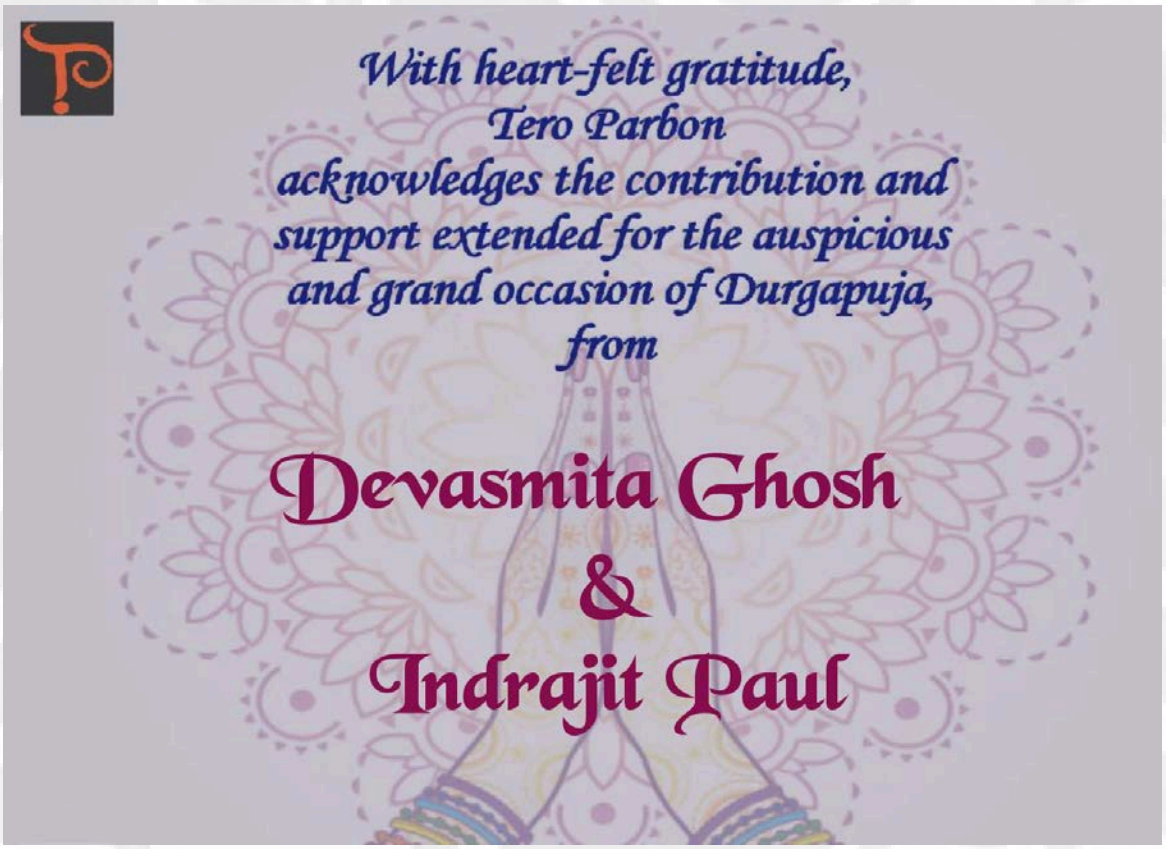
With heart-felt gratitude,
Tero Parbon
acknowledges the contribution and
support extended for the auspicious
and grand occasion of Durgapuja,
from
Devasmita Ghosh
&
Indrajit Paul

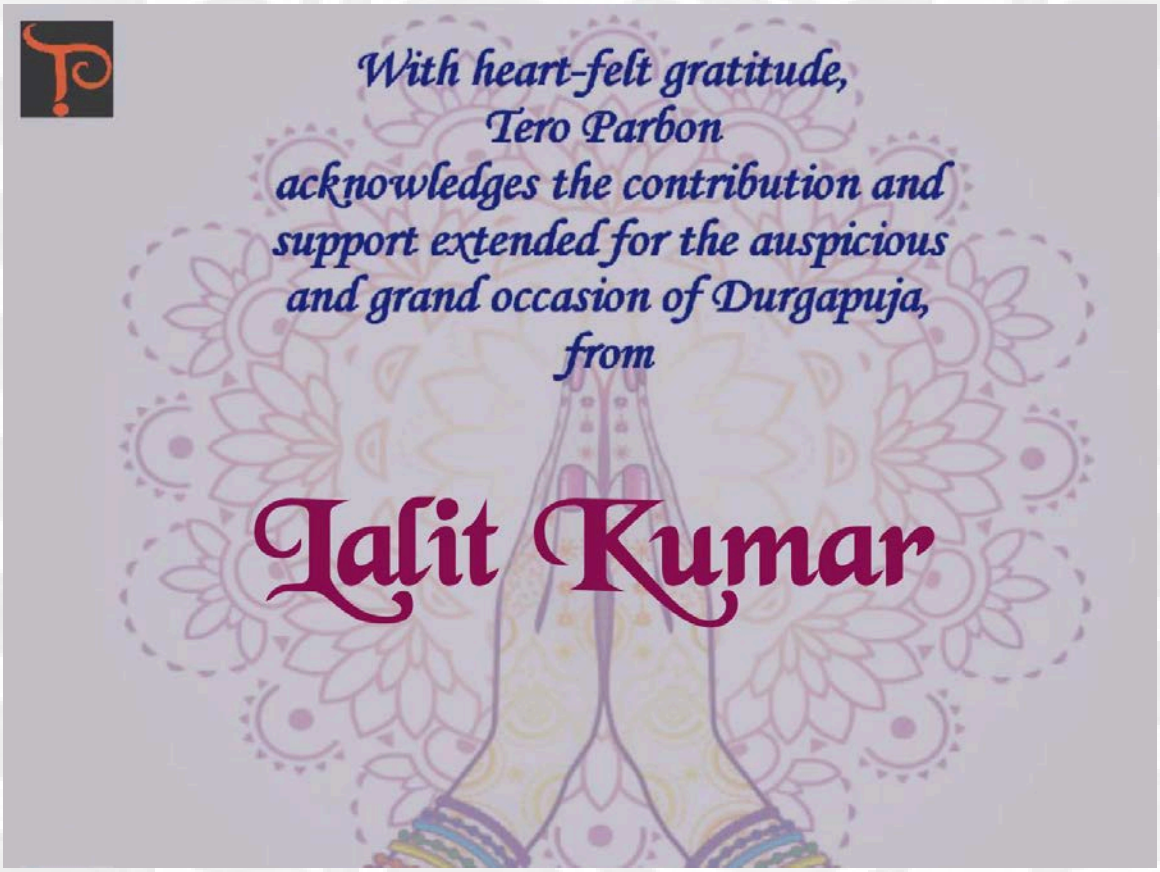
With heart-felt gratitude,
Tero Parbon
acknowledges the contribution and
support extended for the auspicious
and grand occasion of Durgapuja,
from
Lalit Kumar

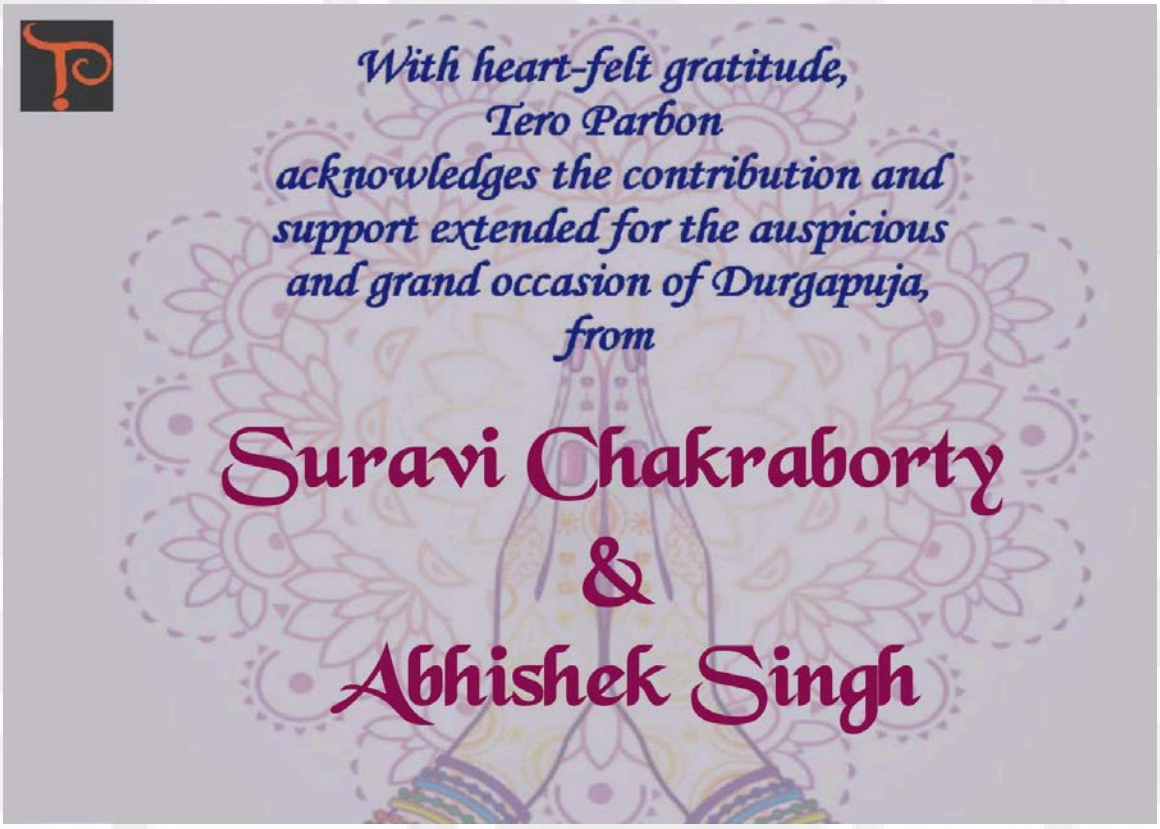
With heart-felt gratitude,
Tero Parbon
acknowledges the contribution and
support extended for the auspicious
and grand occasion of Durgapuja,
from
Suravi Chakraborty
&
Abhishek Singh

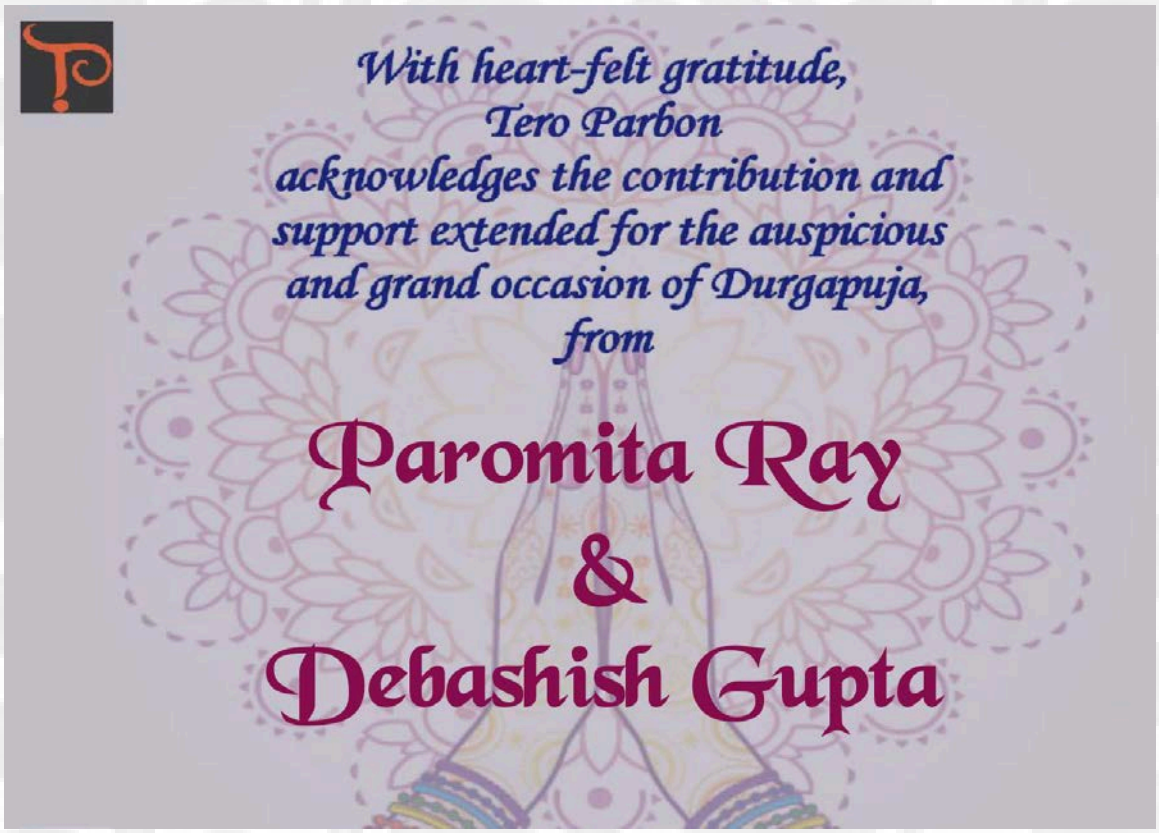
With heart-felt gratitude,
Tero Parbon
acknowledges the contribution and
support extended for the auspicious
and grand occasion of Durgapuja,
from
Paromita Ray
&
Debashish Gupta

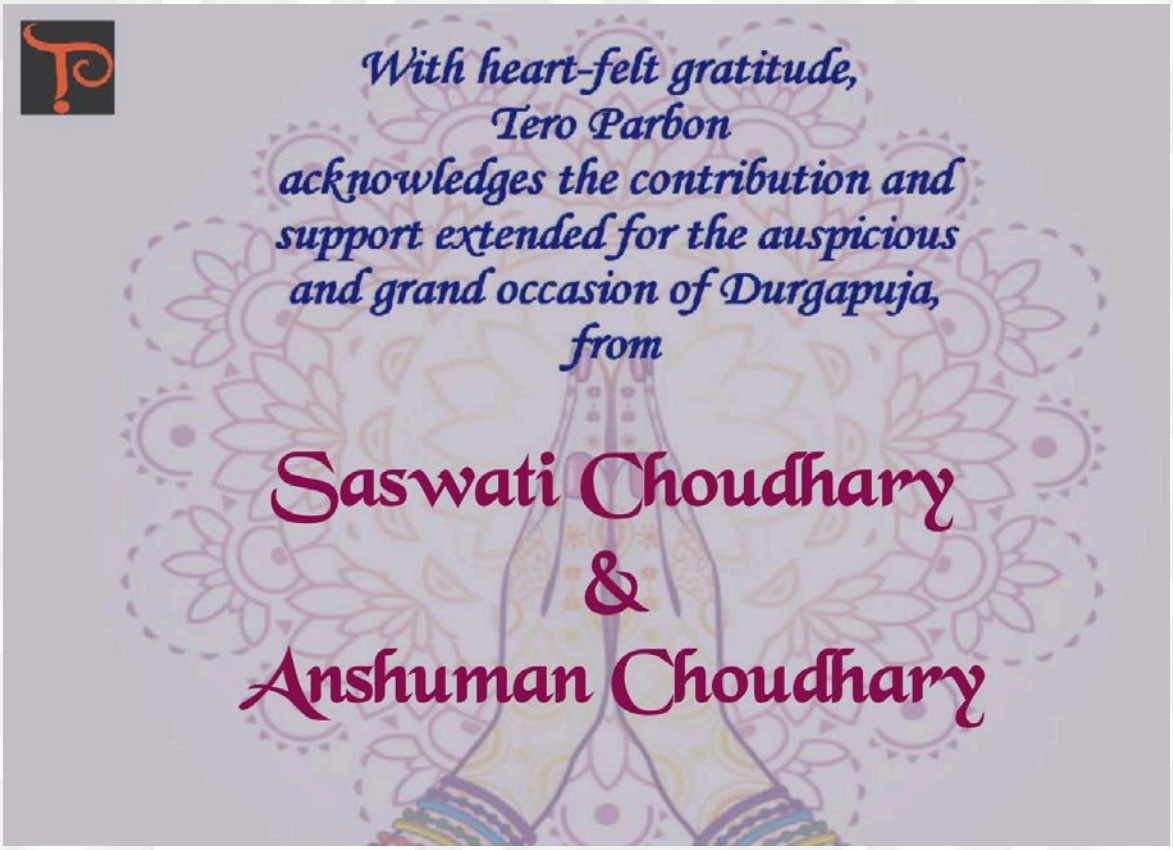
With heart-felt gratitude,
Tero Parbon
acknowledges the contribution and
support extended for the auspicious
and grand occasion of Durgapuja,
from
Saswati Choudhary
&
Anshuman Choudhary

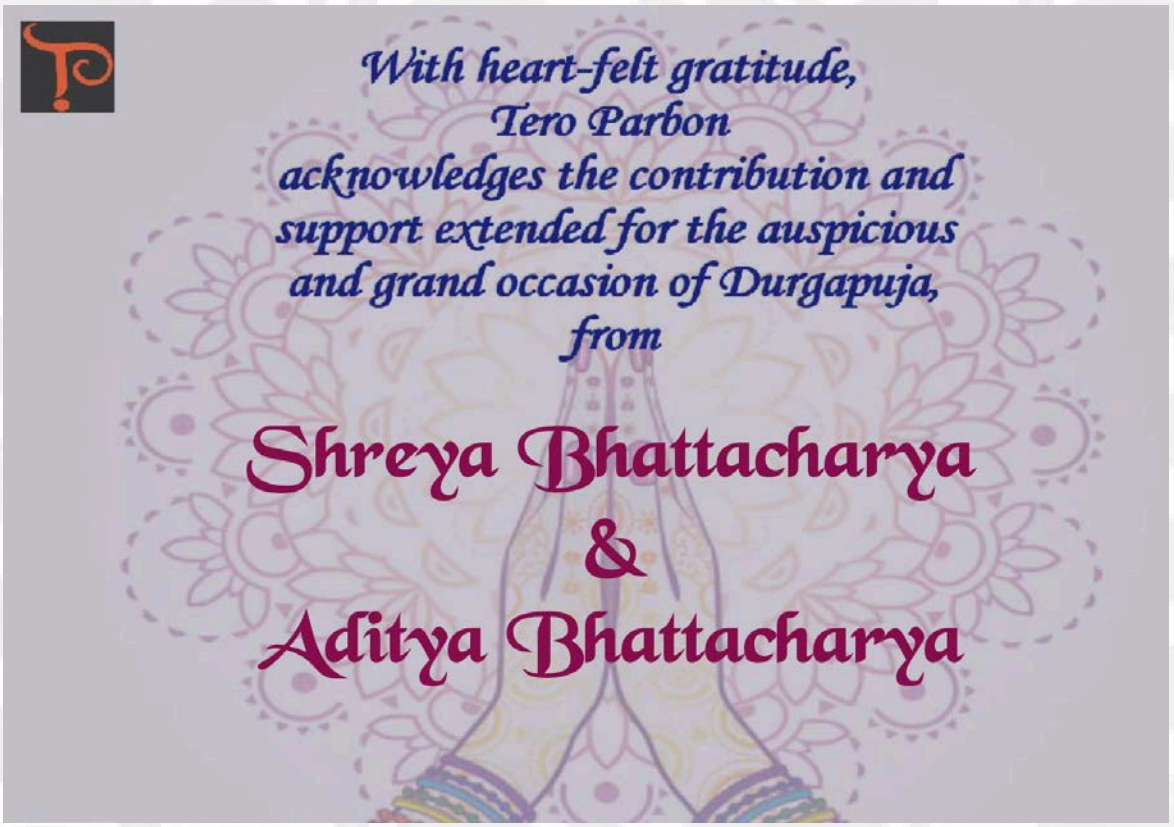
With heart-felt gratitude,
Tero Parbon
acknowledges the contribution and
support extended for the auspicious
and grand occasion of Durgapuja,
from
Shreya Bhattacharya
&
Aditya Bhattacharya

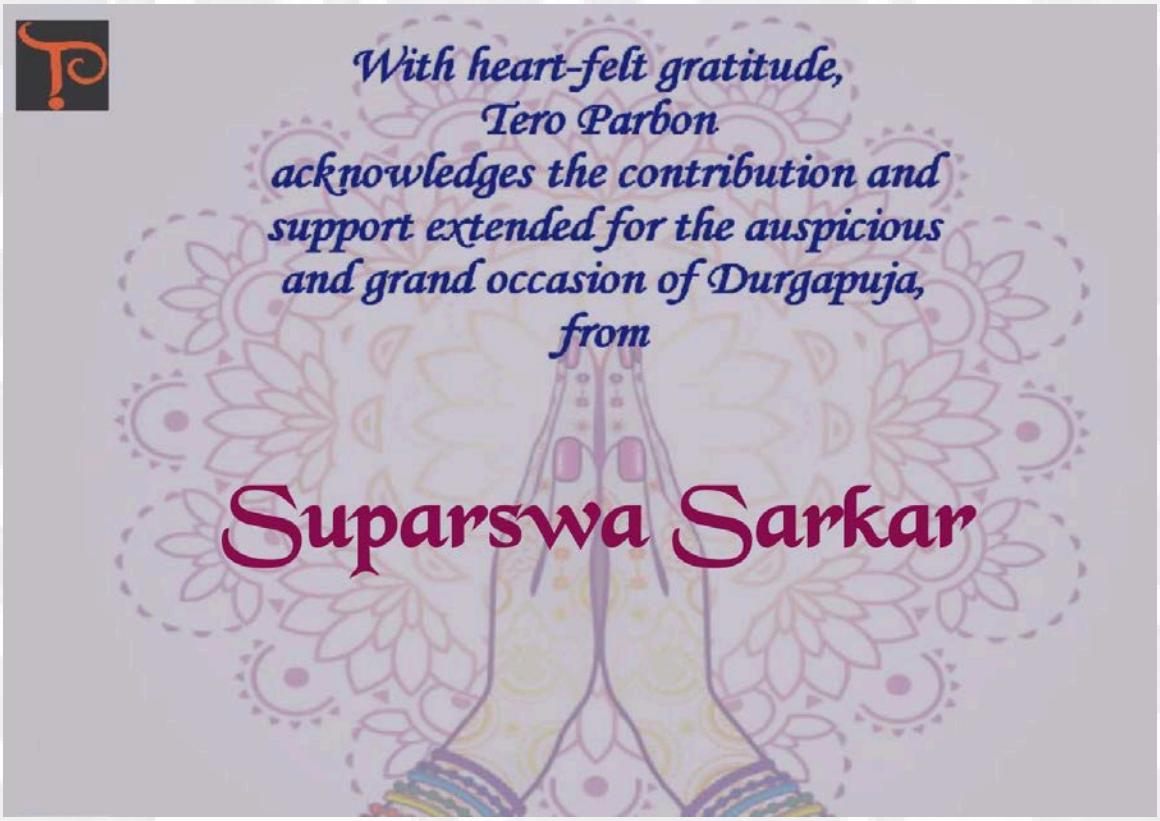
With heart-felt gratitude,
Tero Parbon
acknowledges the contribution and
support extended for the auspicious
and grand occasion of Durgapuja,
from
Suparswa Sarkar

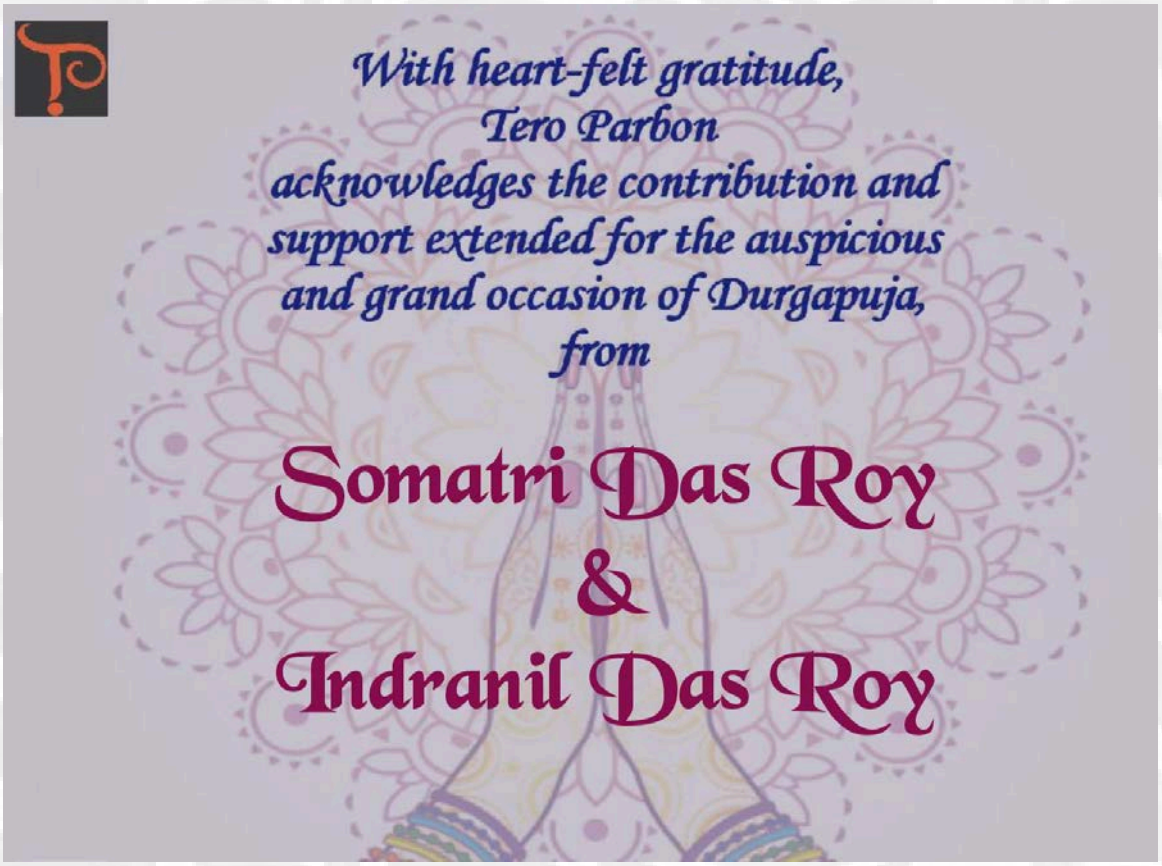
With heart-felt gratitude,
Tero Parbon
acknowledges the contribution and
support extended for the auspicious
and grand occasion of Durgapuja,
from
Somatri Das Roy
&
Indranil Das Roy

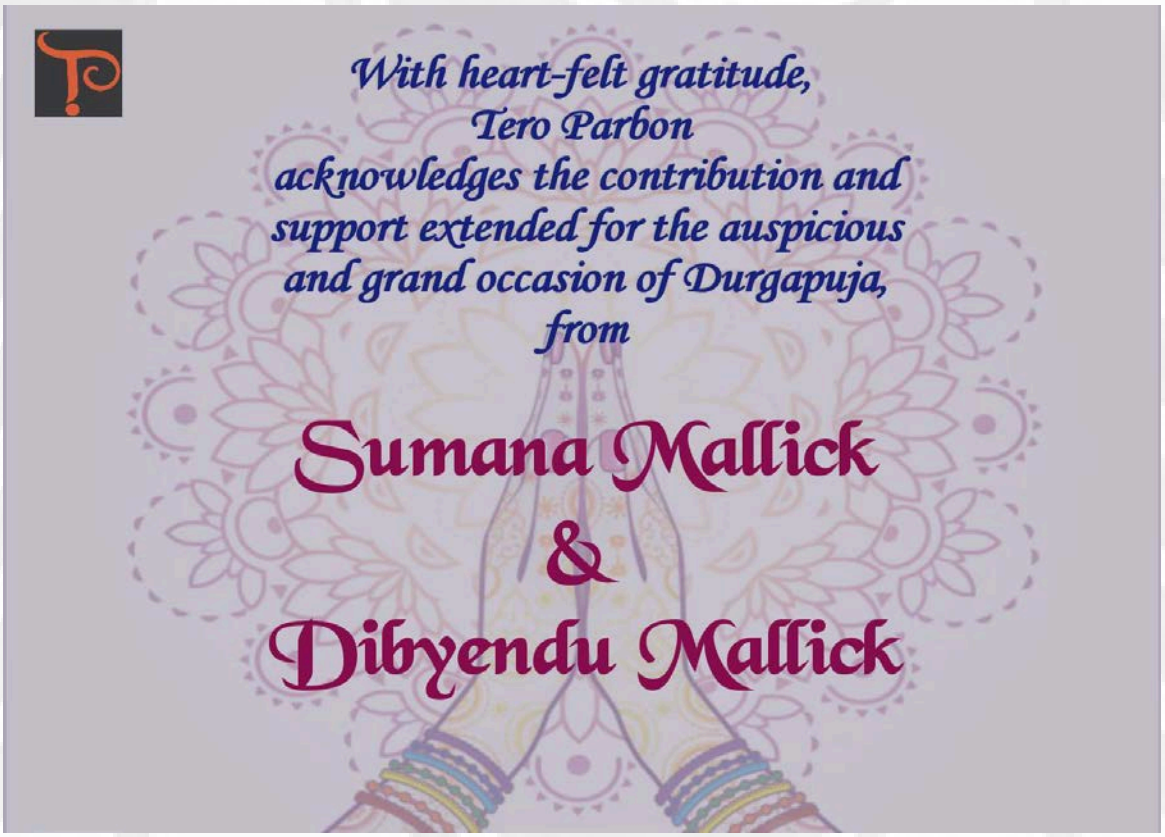
With heart-felt gratitude,
Tero Parbon
acknowledges the contribution and
support extended for the auspicious
and grand occasion of Durgapuja,
from
Sumana Mallick
&
Dibyendu Mallick

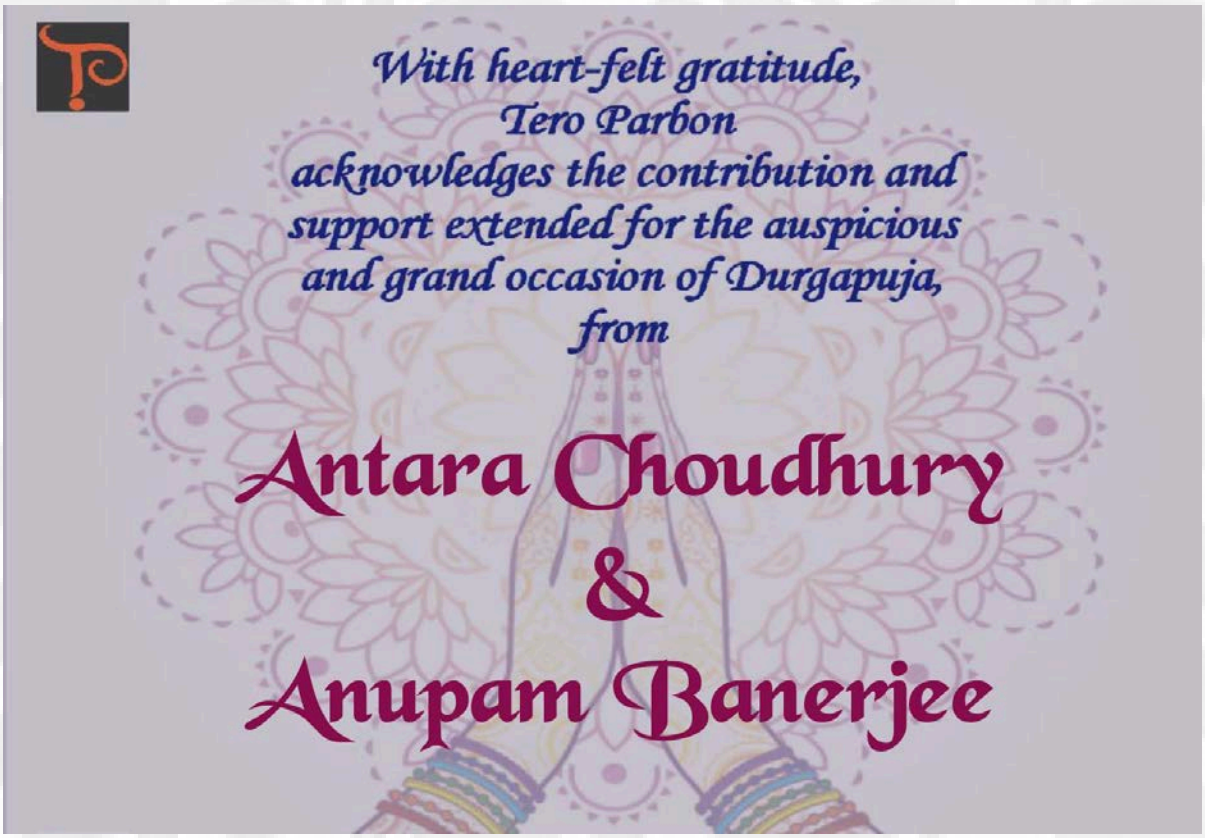
With heart-felt gratitude,
Tero Parbon
acknowledges the contribution and
support extended for the auspicious
and grand occasion of Durgapuja,
from
Antara Choudhury
&
Anupam Banerjee

(**প্রথম হেঁয়ালির উত্তর:** পশ্চিমবঙ্গ

দশ দিকের দ্বিতীয় পশ্চিম

রঙ্গের বিন্দু সরালে বঙ্গ)

(**দ্বিতীয় হেঁয়ালির উত্তর:** বেলজিয়াম

বেআক্কেল - আক্কেল = বে

লগণ - গণ = ল

জিওল - ওল = জি + আম)

(**তৃতীয় হেঁয়ালির উত্তর:** তেরো পার্বণ

সাত সতেরো - সাত স = তেরো

পালাপার্বণ - পালা = পার্বণ)

(**চতুর্থ হেঁয়ালির উত্তর:** জার্মানি

বয়ামের ইংরেজী জার

টাকার ইংরেজী মানি)

পার্বণী

শারদীয়া স্মরণিকা
১৪২৯

Tero Parbon
The Probashi Bengali Community of Belgium

www.teroparbon.be
Phone: +32 466 20 99 94 | Email: teroparbonbelgium@gmail.com